মহাভারতম্



মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্



আদিপর্ব্ব



দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

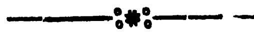
শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্



কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্থূরিবর্ম্মস্থসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে

কলিকাতা ৪১ সংখ্যক-সূরিবর্ত্মস্থ-

সিদ্ধান্তযন্ত্রে

সহকারিসম্পাদক—শ্রীহেমচন্দ্রভট্টাচার্য্যেণ মুদ্রিতম্।

নিবেদন

করুণাময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। ইহা আমার মৌখিক উক্তিমাত্র নহে, আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, আমি দরিদ্র এবং এ পর্য্যন্ত কোন ধনী লোকও আমার সহায় হন নাই। সুতরাং বেতন দিয়া কোন উপযুক্ত পণ্ডিত বা কর্ম্মচারী রাখিয়া যে প্রয়োজনীয় কার্য্যের সাহায্য লইব, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। অতএব আমার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ মহাভারতেরও মূল পর্য্যালোচনা, সুবিবেচিত সম্পূর্ণ মূল লেখা, নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা এবং শেষ প্রুফটী সংশোধন করা, এ সমস্তই একমাত্র আমাকেই করিতে হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও আমি সুস্থ শরীরে এবং বিনা বিঘ্নে আদিপর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। তা'র পর, নিজের অর্থ না থাকায় গ্রাহকমহোদয়গণের প্রদত্ত অর্থের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তাহাতে এমন অনেক সময় গিয়াছে, যখন গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট হইতেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, বা অন্য কোন প্রকারেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার উপায় দেখি নাই, উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িয়াছি; তখন অতর্কিতভাবে কোথা হইতে যেন প্রয়োজনীয় অর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ ঘটনা একমাত্র পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এখন—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের এইরূপ অনুগ্রহই গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই প্রার্থনা।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহমাত্র ভরসা।

একটীমাত্র লোকের বহুসংখ্যক পুস্তক পর্য্যালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন-দেশীয় **চারিখানি মাত্র** পুস্তক আদর্শ লইয়াছি; তাহার মধ্যে আমার পিতামহ অদ্বিতীয় পৌরাণিক ৺কাশীচন্দ্রবাচস্পতি-মহাশয় স্বহস্তে যে পুস্তকখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে পুস্তকখানি অন্যূন কুড়িবার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের পাঠকতায় ও ধারকতায় ব্যবহৃত ও পর্য্যালোচিত হইয়া গিয়াছে, সেই পুস্তকখানিই আমার প্রধান আদর্শ; তদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্য কুম্ভঘোণ হইতে প্রকাশিত পুস্তক, পণ্ডিতপ্রবর ৺কালীবরবেদান্তবাগীশমহাশয়সম্পাদিত পুস্তক এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক, এই তিনখানি পুস্তকও আদর্শরূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই চারিখানি পুস্তক পর্য্যালোচনা করার পরেও যখন যখন সন্দেহ থাকিয়া যায়, তখন তখনই বর্দ্ধমান-মহারাজের প্রকাশিত পুস্তক এবং সোসাইটী হইতে প্রকাশিত পুস্তকপ্রভৃতিও পর্য্যালোচনা করা হইয়া থাকে। উক্ত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে দাক্ষিণাত্য-পুস্তকে ঋষিপরিগণিত অপেক্ষা অধ্যায় ও শ্লোক উভয়ই অধিক; অপর কয়খানি পুস্তকে অধ্যায় অধিক, শ্লোক কম; অধ্যায়ের মিল প্রায়ই নাই, শ্লোক ও শব্দের মিল প্রায়ই আছে এবং শ্লোকাঙ্কের মিল প্রায়ই নাই, উপাখ্যানের মিল প্রায়ই আছে; আর হস্তলিখিত পুস্তকে শ্লোকাঙ্ক নাই।

আদর্শ পুস্তক।

পুস্তকসমূহের এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; সেই সময় হইতে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্ব্ব সময়পর্য্যন্ত হস্তলিখিত পুস্তকই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগত বৈষম্য ত চিরদিনই আছে, একই দেশের একই ভাষার হস্তাক্ষরের মধ্যেও কালভেদে যথেষ্ট বৈষম্য হইয়া আসিতেছে এবং ব্যক্তিভেদেও বিশেষ বৈষম্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীন হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকের সমস্ত অক্ষর বুঝিতে না পারায় অভিজ্ঞ লেখকের হস্তলিখিত নূতন পুস্তকে প্রথম শব্দের বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তা'র পর, হস্তলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার হইতে পারে না বলিয়া হয় ত পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে একখানি মাত্র পুস্তক থাকিত; সে খানিও কালক্রমে ছিন্নপত্র ও কীটদষ্ট হইয়া যাইত; সেই পুস্তক আদর্শ করিয়া নূতন পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করায় ছিন্নপত্রস্থানে অনন্যোপায় হইয়া সাহসী লেখক অধ্যায়সমাপ্তি লিখিয়া বসিতেন, কিন্তু সে অধ্যায়সমাপ্তির পূর্ব্বের ও পরের কতকগুলি শ্লোক লিখিতে পারিতেন না; আর কীটদষ্টস্থানে প্রকৃত শব্দ বুঝিতে না পারিয়া নিজের বিবেচনা অনুসারে সঙ্গত শব্দ লিখিয়া যাইতেন। তাহাতেই সেই নূতন পুস্তকে অধ্যায় বেশী, শ্লোক কম এবং শব্দগত পাঠান্তর ঘটিয়া থাকিত; তা'র পর অনেক কাল অতীত হইলে, অন্য পুস্তকের সহিত মিলাইতে আরম্ভ করিলেই সেই অসামঞ্জস্য ধরা পড়িত। আর, কথক-মহাশয়েরা সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া, মূল পুস্তকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্রোড়পত্র করিয়া রাখিয়া দিতেন; সেই কথকমহাশয়দের অভাব হইলে, লেখকেরা সেই নূতন শ্লোকগুলিকেও মূলের ভিতরে লিখিয়া ফেলিতেন। এই কারণেই শ্লোকসংখ্যা অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন, স্বার্থান্ধ লোকেরা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বত্রই প্রক্ষিপ্ত করিয়া এই অসামঞ্জস্য ঘটাইয়া গিয়াছে, বা একে-বারেই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা আমরা বলিতে চাহি না। সুতরাং গ্রন্থকারও আসিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না, কিংবা গ্রন্থও কথা বলিতে পারিবে না, এইরূপ সুবিধা বুঝিয়া অনেক সমালোচকই যে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রক্ষিপ্তবাদের অবতারণা করেন এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ বুঝিবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা গুরুতর-ভ্রম-বিজৃম্ভিত বলিয়াই মনে করি এবং যাঁহারা এতকাল পরে সেই বেদব্যাসপ্রণীত খাঁটি মূল অংশ বাছিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও আকাশকুসুম নির্ম্মাণেরই চেষ্টা করেন, ইহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তবে, পুস্তকে সহস্র বৈষম্য থাকিলেও ভগবানের গুণানুবাদ এবং সজ্জনের চরিত্রবর্ণন আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্ম্মও হইবে এবং ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যাইবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, ভেজাল ঘী ব্যবহার করিলেও শরীরের উপকার হয় এবং তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিলেও সুন্দর দেখা যায়।

পুস্তকসমূহের অসামঞ্জস্যের কারণ।

আমার মত অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ লোকের এইরূপ অসাধারণ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম; তথাপি, অদ্বিতীয় পৌরাণিক পিতামহদেব ৺কালীচন্দ্র-বাচস্পতিমহাশয়ের নিকট পাঠ্য অবস্থায় যে অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলাম এবং যে উপদেশ—পিতৃদেব ৺গঙ্গাধরবিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের ও পিতৃব্যগণের উপদেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই উপদেশের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভারত-

এই সংস্করণের বিশেষত্ব।

কৌমুদীটীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং কতিপয় ধার্ম্মিক প্রধান পণ্ডিতের পরামর্শ অনুসারে মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। তা'র পর, অন্যান্য প্রকাশকের ন্যায় আমিও অনেক আদর্শ পুস্তকের অনুসরণ করিয়াই এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; তবে, এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, স্বয়ং মহর্ষি আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পর্ব্বে যতগুলি অধ্যায় ও শ্লোক আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে ; তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের অনুসরণ করিতে হইতেছে। এই জন্যই এই আদিপর্ব্বে সেই ঋষিপরিগণিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইবে। সে বিষয়ে পাঠকমহাশয়গণের সুবিধার জন্য স্থানান্তরে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভারতকৌমুদীটীকায় প্রত্যেক শ্লোকেরই অন্বয়মুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া যাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং সেই ভাবে যযাতির উপাখ্যানপর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করাও হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গ্রাহকমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আপত্তি করায় এবং সরল শ্লোকের ওরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকায় পরবর্ত্তী ভারতকৌমুদীটীকায় প্রত্যেক শ্লোকের বিশেষ বিশেষ স্থানেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; কিন্তু একটু কঠিন শ্লোক হইলেই তাহার অন্বয়মুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লেখা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই ভাব, যুক্তি, উপপত্তি ও সমালোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ টীকায় একটি শ্লোকও বাদ দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গানুবাদটীকে সরল, সুখপাঠ্য, অথচ মূলানুগত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে, যে স্থানে মূলানুগত করিবার কোনই উপায় ছিল না, সেই স্থানেই তাৎপর্য্যানুবাদ করা হইয়াছে।

উক্ত চারিখানি আদর্শ পুস্তকের মধ্যে যে স্থানে যে খানির পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থানে সেই খানির পাঠই মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অপর পাঠ নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, এই নিয়মগুলি পরবর্ত্তী পর্ব্বগুলিতেও অনুসৃত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা এই বিরাট ব্যাপারে অর্থসাহায্য করিয়া বা নিঃস্বার্থভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আর আমার সাহিত্যদর্পণের টীকার প্রথমে যে শ্লোকটী লিখিয়াছি, এই স্থানে দৃঢ়তার সহিত সেই শ্লোকটীর পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

"দোষাকরং পরবিকাসপরং বিলোক্য তুষ্যন্তি যেঽল্পগুণমাত্রদৃশঃ সুধীরাঃ।
দোষান্বিতামপি রতামপরপ্রকাশে টীকাং বিধাতুমিহ মে পরমাশ্রয়াস্তে॥" ইতি।

চিরবিধেয়—
শ্রীহরিদাসদেবশর্ম্মা
৪১ নং সুরিলেন কলিকাতা।
২২শে আষাঢ় ১৩৩৮ সাল।

পাণ্ডবগণের কুলপঞ্জিকা। *

পুরুষের নাম		স্ত্রীর নাম	পুরুষের নাম		স্ত্রীর নাম
১। নারায়ণ			২৮। তংসু	...	জালিঙ্গী
২। ব্রহ্মা			২৯। ঈলিন	...	রথন্তরী
৩। মরীচি			৩০। দুষ্মন্ত	...	শকুন্তলা
৪। কশ্যপ	...	অদিতি	৩১। ভরত	...	সুনন্দা
৫। বিবস্বান্			৩২। ভূমন্যু	...	বিজয়া
৬। মনু			৩৩। সুহোত্র	...	সুবর্ণা
৭। ইলা			৩৪। হস্তী	...	যশোধরা
৮। পুরূরবাঃ	...	উর্ব্বশী	৩৫। বিকুণ্ঠন	...	সুদেবা
৯। আয়ু			৩৬। অজমীঢ়	...	কৈকেয়ী
১০। নহুষ			৩৭। সম্বরণ	...	তপতী
১১। যযাতি	...	শর্ম্মিষ্ঠা	৩৮। কুরু	...	শুভাঙ্গী
১২। পূরু	...	কৌশল্যা	৩৯। বিদূরথ	...	সম্প্রিয়া
১৩। জনমেজয়	...	অনন্তা	৪০। অনশ্বা	...	অমৃতা
১৪। প্রাচীন্বান্	...	অশ্মকী	৪১। পরিক্ষিৎ	...	সুযশা
১৫। সংযাতি	...	বরাঙ্গী	৪২। ভীমসেন	...	কুমারী
১৬। অহংযাতি	...	ভানুমতী	৪৩। প্রতিশ্রবা	...	—
১৭। সার্ব্বভৌম	...	সুনন্দা	৪৪। প্রতীপ	...	সুনন্দা
১৮। জয়ৎসেন	...	সুশ্রবা	৪৫। শান্তনু	...	সত্যবতী
১৯। অবাচীন	...	মর্য্যাদা	৪৬। বিচিত্রবীর্য্য	...	অম্বালিকা
২০। অরিহ	...	আঙ্গী	৪৭। পাণ্ডু	...	কুন্তী
২১। মহাভৌম	...	সুযজ্ঞা	৪৮। অর্জ্জুন	...	সুভদ্রা
২২। অযুতানায়ী	...	কামা	৪৯। অভিমন্যু	...	উত্তরা
২৩। অক্রোধন	...	করম্ভা	৫০। পরীক্ষিৎ	...	মাদ্রবতী
২৪। দেবাতিথি	...	মর্য্যাদা	৫১। জনমেজয়	...	বপুষ্টমা
২৫। অরিহ	...	সুদেবা	৫২। শতানীক	...	বৈদেহী
২৬। ঋক্ষ	...	জিহ্মলা	৫৩। অশ্বমেধদত্ত	...	(বালক)
২৭। মতিনার	...	সরস্বতী			

* মহাভারত—আদিপর্ব্ব— ৯০ অধ্যায়ে পর্য্যায়ক্রমে এই বিবরণ লিখিত আছে

পাঠক্রমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র।

:*:-

আদিপর্ব্ব।

——:*:——

* আস্তীকপর্ব্বসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রথম অংশ যে মহাভারতের প্রস্তাবনা ইহা এই ৫২ শ্লোকের ভারতকৌমুদী-টীকায় সূচিত আছে।

* ১০৫ পৃষ্ঠায় অক্ষৌহিণীর সংখ্যা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

*এই বিবাহ যে প্রতিলোমবিবাহের দৃষ্টান্ত নহে তাহা তত্রত্য ৪৫ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণিত করা হইয়াছে।

* পুরুষের অনেক ভার্য্যা হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর অনেক পতি হইতে পারে না, ইহার সুন্দর যুক্তি তত্রত্য ৩৩ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

* উলূপী যে বিধবা ছিল না, এই বিষয়টী [illegible] ২০ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণিত করা হইয়াছে।

* অর্জ্জুনের সুভদ্রাপরিণয় শাস্ত্রসম্মতই হইয়াছিল, এই বিষয় তত্রত্য ২৫ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

* এই * শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে।

পাঠক্রমে আদিপর্ব্বের বৃহৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥০।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের নাম।

১। আদিপর্ব্ব।
২। সভাপর্ব্ব।
৩। বনপর্ব্ব।
৪। বিরাটপর্ব্ব।
৫। উদ্যোগপর্ব্ব।
৬। ভীষ্মপর্ব্ব।
৭। দ্রোণপর্ব্ব।
৮। কর্ণপর্ব্ব।
৯। শল্যপর্ব্ব।
১০। সৌপ্তিকপর্ব্ব।
১১। স্ত্রীপর্ব্ব।
১২। শান্তিপর্ব্ব।
১৩। অনুশাসনপর্ব্ব।
১৪। আশ্বমেধিকপর্ব্ব।
১৫। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।
১৬। মৌসলপর্ব্ব।
১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।
১৮। স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

হরিবংশ-খিল (অর্থাৎ সমাপ্তিগ্রন্থ)

আদিপর্ব্বের উপপর্ব্ব।

আদিপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা।

:*:

মহর্ষি নিজেই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে (আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আদিপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা গণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"অধ্যায়ানাং শতে দ্বে তু সংখ্যাতে পরমর্ষিণা ।
সপ্তবিংশতিরধ্যায়া ব্যাসেনোত্তমতেজসা ॥১৩২॥
অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।
শ্লোকাশ্চ চতুরাশীতির্মুনিনোক্তা মহাত্মনা ॥১৩৩॥"

অর্থাৎ—মহর্ষি বেদব্যাস আদি র্ব্বে ২২৭ অধ্যায় এবং ৮৮৮৪ শ্লোক বলিয়াছেন।

পাঠকমহোদয়গণ নিম্ন লিখিত তালিকাটী দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, আদিপর্ব্বে উক্ত অধ্যায়সংখ্যার ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে।

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
১	২১৬	৩১	২৬	৬১	৭৭
২	৪০৬	৩২	৩৩	৬২	১৩৬
৩	২০৪	৩৩	২২	৬৩	৬০
৪	১৩	৩৪	১৪	৬৪	৭৭
৫	৩৪	৩৫	৩২	৬৫	২৩
৬	৪২	৩৬	৩৩	৬৬	৪৪
৭	২৬	৩৭	৪২	৬৭	২৬
৮	২৮	৩৮	৩৬	৬৮	৩৩
৯	৩৪	৩৯	১১	৬৯	৪৭
১০	৩১	৪০	৩৪	৭০	২৭
১১	১৮	৪১	২৩	৭১	৪৩
১২	২৭	৪২	৪৩	৭২	৩৫
১৩	১৩	৪৩	২২	৭৩	৩৫
১৪	৪৯	৪৪	৩১	৭৪	১৭
১৫	৩১	৪৫	৫৪	৭৫	২১
১৬	১৬	৪৬	১৭	৭৬	১৩
১৭	১৮	৪৭	১০	৭৭	১৩
১৮	১২	৪৮	২৬	৭৮	২৭
১৯	২৭	৪৯	৩০	৭৯	১৮
২০	২০	৫০	১৭	৮০	৪৭
২১	২৫	৫১	২৭	৮১	১৯
২২	১৬	৫২	২৫	৮২	১৩
২৩	২২	৫৩	৩৪	৮৩	৩১
২৪	৪৮	৫৪	১০	৮৪	৫১
২৫	৫২	৫৫	২৪	৮৫	৪৪
২৬	৩৫	৫৬	৫৫	৮৬	১৯
২৭	২৫	৫৭	৫০	৮৭	৪০
২৮	২৫	৫৮	১৩৬	৮৮	১২৭
২৯	৩০	৫৯	৫৪	৮৯	৫৫
৩০	১৯	৬০	৫৭	৯০	১২১
	১৫৮২		১০৫৮		১৩৮০

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
৯১	২২	১৩৭	১৯	১৮৩	৫০
৯২	৫৫	১৩৮	১৯	১৮৪	২৫
৯৩	৪৯	১৩৯	৩৪	১৮৫	১৮
৯৪	১০৩	১৪০	৩১	১৮৬	২৯
৯৫	১৮	১৪১	২১	১৮৭	১৫
৯৬	৭৩	১৪২	২২	১৮৮	৩৩
৯৭	২৭	১৪৩	১৬	১৮৯	২৩
৯৮	৫৪	১৪৪	২৮	১৯০	৫৩
৯৯	৫২	১৪৫	৪৭	১৯১	২৭
১০০	৩৬	১৪৬	৩৭	১৯২	১৯
১০১	১৭	১৪৭	৪৫	১৯৩	৩১
১০২	১৯	১৪৮	৩৬	১৯৪	২০
১০৩	২৬	১৪৯	৪৬	১৯৫	২৫
১০৪	১৯	১৫০	২১	১৯৬	১৯
১০৫	৪৪	১৫১	৫০	১৯৭	২৮
১০৬	১৩	১৫২	৩৮	১৯৮	৩০
১০৭	৪৪	১৫৩	২৬	১৯৯	১৬
১০৮	১৪	১৫৪	৩৮	২০০	৬৫
১০৯	৪২	১৫৫	২৭	২০১	২৪
১১০	১৯	১৫৬	১৮	২০২	৩৩
১১১	১৭	১৫৭	২১	২০৩	২৭
১১২	৩৪	১৫৮	১২	২০৪	৩৩
১১৩	৫০	১৫৯	২৮	২০৫	৩১
১১৪	৪২	১৬০	৫৬	২০৬	৩৫
১১৫	৩৭	১৬১	১১	২০৭	৩৬
১১৬	৪৯	১৬২	১৬	২০৮	২৭
১১৭	৮২	১৬৩	৮০	২০৯	২৩
১১৮	৩৩	১৬৪	৪৪	২১০	৩৫
১১৯	৩৩	১৬৫	২৫	২১১	২১
১২০	৪৩	১৬৬	৫০	২১২	১৫
১২১	৩২	১৬৭	১৬	২১৩	৩২
১২২	১৩	১৬৮	৫৭	২১৪	৮৯
১২৩	৭৮	১৬৯	৪৯	২১৫	৩৬
১২৪	৪২	১৭০	৪৮	২১৬	৮৩
১২৫	২৫	১৭১	২৮	২১৭	২১
১২৬	৪৩	১৭২	২২	২১৮	৩৮
১২৭	৭৯	১৭৩	২৩	২১৯	২২
১২৮	১১১	১৭৪	২৩	২২০	৫১
১২৯	৩৬	১৭৫	২৬	২২১	৪৬
১৩০	৩২	১৭৬	১২	২২২	৩৪
১৩১	৪১	১৭৭	২০	২২৩	২২
১৩২	২৫	১৭৮	৩৭	২২৪	১৮
১৩৩	৭৭	১৭৯	২৪	২২৫	২৫
১৩৪	২৭	১৮০	২৯	২২৬	৩৩
১৩৫	৯৮	১৮১	৩০	২২৭	১৯
১৩৬	৬২	১৮২	২৫		...
	১৯৬৭		১৪৪১		১৪৫৬

একুন—১৫৮২+১০৫৮+১৩৮০+১৯৬৭+১৪৪১+১৪৫৬=৮৮৮৪

যুধিষ্ঠিরের সময়*

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর।

মহাভারত জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বা বিশাল গ্রন্থ পৃথিবীতেই দেখা যায় না। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলাপ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবার যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, 'মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই মহাভারতে আছে।' তাই কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ" ইহার অনুবাদে বাঙ্গালীও বলিয়া থাকে—"যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে।" তা'র পর, ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর, ভাবও মনোহর এবং বৈচিত্র্যময়। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থ ইতিহাস হইলেও ঋষিপ্রণীত বলিয়া হিন্দু ইহাকে আপ্তবাক্য ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করে, ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে পাঠ করে এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকার করে, আর, জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার আদর করে এই জন্য যে, ইহা সকল প্রকার জ্ঞানের আকর এবং ভারতের প্রাচীন চিত্র দেখিবার পক্ষে বিশাল আলেখ্যপট।

এহেন মহাভারতগ্রন্থের নায়ক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক কুরুরাজ দুর্য্যোধন। সুতরাং ইহাদের চরিত্র জানিবার জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মে, তেমন সময় জানিবার জন্যও আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়নিরূপণসম্বন্ধে বহুতর মতভেদ আছে; তবে, তাহাতে কোন দুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেন না, দুই এক শতাব্দীপূর্ব্বের ঘটনা নিয়াই যখন মতভেদ হইতে দেখা যায়, তখন বহুশতাব্দীপূর্ব্বের ঘটনা নিয়া যে মতভেদ হইবে, তাহা ত সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তা'র পর, এ বিষয়ে যতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও পরস্পরবিরোধী। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সময়নিরূপণসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমে ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পরস্পরবিরোধী প্রমাণগুলির মধ্যে কোন্ প্রমাণ প্রবল এবং কোন্ প্রমাণ দুর্ব্বল। প্রমাণের প্রবলতা বা দুর্ব্বলতা জানিবারও ইহাই সমীচীন উপায় যে, যে উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্র বা যে গ্রন্থ রচিত, সেই বিষয়ে সেই শাস্ত্র বা সেই গ্রন্থই প্রবল প্রমাণ, অপরগুলি দুর্ব্বল প্রমাণ। ইহার উদাহরণও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই; আত্মা বা অধ্যাত্মবিষয় নিরূপণের জন্য বেদান্তশাস্ত্র, সুতরাং সে বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ, ধর্ম্মনিরূপণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র রচিত, অতএব ধর্ম্মনিরূপণসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ এবং শব্দব্যুৎপাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণীত, সুতরাং সে বিষয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ। এইরূপ আরও বহুতর উদাহরণ দেখা যায়। অতএব কুরু-পাণ্ডবের ইতিহাস বিবৃত করিবার জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া কুরু-পাণ্ডবসম্বন্ধে কোন বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে মহাভারতকেই প্রবল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি

* ১৩৩৭ সাল ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে এবং ঐ সালেই ৩রা পৌষ কলিকাতা উৎসবসভায় এই প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

থাকিতে পারে না। অতএব আমরাও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ-সম্বন্ধে প্রথমে মহাভারতের বচনই উদ্ধৃত করিলাম।

১। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ॥"

(মহাভারত-আদিপর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক)

কলি ও দ্বাপরযুগের সন্ধিকাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তাহাতে অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দুর্গাপূজায় অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল যেমন সন্ধিপূজার একটি কাল বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে † এবং দিনের শেষ অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তাত্মক কাল যেমন সায়ংসন্ধ্যার একটী কাল বলিয়া পরিভাষিত আছে ‡, তেমন এখানেও দ্বাপরযুগের শেষ কতটুকু এবং কলিযুগের প্রথম কতটুকু. এমন একটী কালকেই দ্বাপর ও কলির 'অন্তর' নামে পরিভাষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে, সেকাল কতটুকু, তাহা আমরা অন্য একটী পরিভাষা দ্বারা ধরিয়া লইতে পারি। সে পরিভাষা এই—"সংখ্যাহনাদেশে শতম্।" অর্থাৎ কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে শত সংখ্যা ধরিতে হইবে। এই হিসাবে দ্বাপরের শেষ ৫০ বৎসর এবং কলির প্রথম ৫০ বৎসর এই এক শত বৎসর কালকেই দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে *। কিন্তু শাস্ত্রে যুগসন্ধ্যা বা যুগসন্ধ্যাংশ বলিয়া যে সুদীর্ঘকালের পরিভাষা করা আছে, § তাহা ধরা যাইতে পারে না। কারণ, তত দীর্ঘকাল ধরিলে যুদ্ধের প্রকৃত কাল বুঝিবার জন্য অন্য প্রমাণের সাহায্য লইতে হয় বলিয়া বক্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; বিশেষতঃ তাহা হইলে, অবশ্যই মহর্ষি "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" এইরূপ না বলিয়া নিঃসন্দেহার্থ "সন্ধ্যাকালে চ সম্প্রাপ্তে" এইরূপই বলিতেন। অতএব এইক্ষণ উক্ত মহাভারতের বচনটীর এইরূপ অর্থ দাঁড়াইল যে, **দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্ত্তী একশত বৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল।**

---

† "অষ্টমীনবমীসন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে। তত্র পূজ্যা স্বয়ং পুত্র। যোগিনীগণসংযুতা॥ অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ। অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥" তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণ।

‡ "উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। তমেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" ব্যাসসংহিতা। "হ্রাসবৃদ্ধী চ সততং দিনরাত্র্যোর্যথাক্রমম্। সন্ধ্যামুহূর্ত্তমাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

* "সংখ্যাহনাদেশে শতম্" এই শতশব্দদ্বারা কেহ একশত মাস বা দিন ধরিতে চাহিলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না, তাহাতে কোন বস্তুক্ষতি হয় না।

§ "......দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতে। সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীর্ত্তিতম্॥ দ্বে শতে চ তথান্যে বৈ সংখ্যাতঞ্চ মনীষিভিঃ। ......" মৎস্যপুরাণ ১১৮ অধ্যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এই জাতীয়ই লিখিত আছে। ইহার অর্থ—দেবপরিমাণের দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে দুইশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই দুইশত বৎসর, আবার দেবপরিমাণের এক হাজার বৎসরে কলিযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই একশত বৎসর। মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ১বৎসর হয়। এই হিসাবে মনুষ্যপরিমাণে দ্বাপরযুগের সন্ধ্যা ৭২০০০ বৎসর এবং মনুষ্যপরিমাণে কলিযুগের সন্ধ্যা ৩৬০০০ বৎসর। এই হিসাবে দ্বাপর ও কলি এই উভয়ের সন্ধ্যাকাল মনুষ্যপরিমাণে ১০৮০০০ একলক্ষ আট হাজার বৎসর।

২। সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে অদ্যপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে একটী কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, **'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।'** এই কিংবদন্তীও উক্ত মহাভারতের বচনটীর সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিবার কারণ এই যে, এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ একটী প্রধান ঘটনা এবং সেই যুদ্ধই ভারতবর্ষের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। কেন না, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বীরই নিহত হইয়াছিলেন; যে দুই চারিজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও বিষাদে মৃতপ্রায় থাকিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় উপযুক্ত যুদ্ধশিক্ষা না পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পরে আর 'নারায়ণ' ও 'ব্রহ্মশির' প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রের নামও শুনা যায় নাই। তা'র পর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজারা সেই যুদ্ধে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্রাহ্মণপ্রতিপালক লোক ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতে আর তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাত্মবিষয়-প্রভৃতি আলোচনা করিবার অবসর ছিল না। এই জন্যই সেই কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত 'পূর্ব্বমীমাংসা' এবং 'উত্তরমীমাংসা' দর্শনের পরে আর গভীর গবেষণা-পূর্ণ কোন মূল শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনাও যায় না; কেবল পূর্ব্বরচিত শাস্ত্রগুলির উপরে ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী এবং তাহার সংগ্রহগ্রন্থ রচিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অতএব সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই যে ব্রাহ্মণজাতিরও অবনতির কারণ, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই যুদ্ধে ভারতের প্রায় সকল প্রতাপশালী রাজাই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জলে ও স্থলে সর্ব্বত্রই দস্যু ও তস্করের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; তাহাতেই সমুদ্রযাত্রা ও দূরতীর্থপর্য্যটনপ্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল ‡। সেই কারণেই বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় বৈশ্যজাতিরও সেই সময় হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র শূদ্রজাতি যথাস্থানে থাকিলেও উপরের তিনটী জাতিই অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দুজাতিই ক্রমশঃ অবনত হইয়াছিল। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতে যে, **সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই ভারতবাসী হিন্দুর প্রথম ও প্রধান অবনতির কারণ।** সুতরাং যে বিপদ উপস্থিত হওয়ায় চিরকালের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যে রোগ উৎপন্ন হওয়ায় শরীরটী চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ে, সেই বিপদ এবং সেই রোগের উৎপত্তির দিন যেমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাতেই ভারতবর্ষে পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, **'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল'।**

কাশ্মীরদেশবাসী রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণমিশ্রও প্রতিবাদের উপক্রমে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে *

---

‡ "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্ ।......তীর্থসেবাতিদূরতঃ......। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ"। উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিত্যপুরাণ।

* রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৫২ শ্লোক—"লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্। সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী রচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরাব্দ ২৪ এবং শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছিল। শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং ১০৭০ + ৭৮ = ১১৪৮।

এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"......ভারতং দ্বাপরান্তেহভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।" (রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৪৯ শ্লোকাংশ) অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ কিংবদন্তী দ্বারা অনেক লোকই মোহিত। বঙ্কিমবাবুও এই কিংবদন্তী শুনিয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" সুতরাং প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের কহ্লণ এবং অনধিক পূর্ব্বে বঙ্গের বঙ্কিম এই কিংবদন্তী স্বীকার করায় ইহা যে দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। এই কিংবদন্তী এবং উক্ত মহাভারতের বচন অনুসারে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন কল্যব্দ কত, তাহা জানিতে পারিলেই সাধারণভাবে যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যাইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি-গ্রন্থে কালমানাধ্যায়ে কল্যব্দের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদ্‌যুগাঙ্ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।...।"†

দ্বিতীয় পাদের স্থূলার্থ—শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকারও বলিয়াছেন—

"শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্য" ॥ ¶

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখন শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন হিসাব করিয়া দেখা যাউক, বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দ কত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৫২ শকাব্দ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) চলিতেছে। সুতরাং উক্ত কল্যব্দের ৩১৭৯ সংখ্যার সহিত, শকাব্দের ১৮৫২ যোগ করিলেই বর্ত্তমান কল্যব্দ পাওয়া যাইবে ; ৩১৭৯+১৮৫২=৫০৩১। অতএব জানা গেল যে, আজ হইতে পাঁচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে) কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল ; সুতরাং বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১ *। এখন পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের বচন ও কিংবদন্তী অনুসারে এইটুকু জানা গেল যে, **উক্ত কল্যব্দ আরম্ভের অনধিক পূর্ব্বে বা সেই বৎসরে, কিংবা তাহার অনধিক পরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।**

৪। এখন যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত সময় জানা অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না, মহারাজ যশোধর্ম্মদেব-বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার ‡ অন্যতম রত্ন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি

† শকনৃপস্য শকাব্দস্য, অন্তে আরম্ভাদৌ, নন্দাদ্রীন্দুগুণাঃ কলের্বৎসরাঃ, তথা যাতাঃ। নন্দাঃ ৯, অদ্রয়ঃ ৭, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

¶ যদা কলের্যুগস্য নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ অব্দগণো ভবতি, তদা শাকঃ শকারম্ভঃ। নব ৯, অগাঃ পর্ব্বতাঃ ৭, ইন্দুঃ ১, কৃশানবঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

* আধুনিক পঞ্জিকাসমূহে এই কল্যব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

‡ "ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামর-সিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।"
জ্যোতির্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ১০ শ্লোক।

কালিদাস ৩০৬৮ কল্যব্দে † (খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ‡ গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ ॥১১০॥"

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় জন রাজা ক্রমশঃ শকাব্দ-(লৌকিক গণনাব্দ) প্রবর্ত্তক।

তৎপরে লিখিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ কলম্ববিশ্বেহভ্র-খ-খাষ্টভূময়ঃ।
ততোঽযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ধরা-দৃগষ্টাবিতি শাকবৎসরাঃ ॥১১১॥"

এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের "সুখবোধিকা" নাম্নী টীকা অনুসারে এইরূপ অর্থ জানা যায়— যুধিষ্ঠির হইতে ৩০৪৪ বৎসর, বিক্রমাদিত্য হইতে ১৩৫ বৎসর, শালিবাহন হইতে ১৮০০০, বিজয়াভিনন্দন হইতে ১০০০০ বৎসর, নাগার্জ্জুন হইতে ৪০০০০০ বৎসর এবং বলি হইতে ৮২১ বৎসর, এইভাবে গণনাব্দ চলিয়াছিল, চলিতেছে এবং চলিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর অতীত হইলে, বিক্রমাব্দ বা বিক্রমসংবৎ আরম্ভ হইয়াছে; তাহাতে এখন আর সর্ব্বত্র যুধিষ্ঠিরাব্দ চলে না; আবার এই বিক্রমাব্দের ১৩৫ বৎসর অতীত হইলে, শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ আরম্ভ হইবে, তখনও আর এ বিক্রমাব্দ সর্ব্বত্র চলিবে না ইত্যাদি। এখন যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের ঐ অব্দসংখ্যাগুলি যোগ করিলে কি হয় তাহা দেখা যাউক—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	...	৩০৪৪
বিক্রমাব্দ	..	১৩৫
শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ (বর্ত্তমান)		১৮৫২
		৫০৩১

এখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে কল্যব্দ ৫০৩১ জানা গিয়াছে, যুধিষ্ঠিরাব্দও অবিকল তাহাই ৫০৩১।

সম্ভবতঃ এবিষয়ে জগতের সকল মনস্বীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় 'নবরত্ন' বলিয়া বিখ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলীর

---

† "বর্ষৈঃ সিন্ধুর-দর্শনাম্বর-গুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।
নানাকালবিধানশাস্ত্রগদিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরাৎ ঊর্জ্জে গ্রন্থসমাপ্তিরত্র বিহিতা জ্যোতির্বিদাং প্রীতয়ে॥"
জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ২১ শ্লোক।

"সিন্ধুরঃ (পুং) হস্তী" শব্দকল্পদ্রুমঃ। সিন্ধুর ৮, দর্শন ৬, অম্বর ০, গুণ ৩, "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মে ৩০৬৮। কালিদাসের এই সময়সম্বন্ধে আমার টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলপ্রভৃতিগ্রন্থের মুখবন্ধে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে।

‡ "জ্যোতির্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব।"…
জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ২২ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

শীর্ষস্থানীয়ই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কালিদাস কবিত্বে যেমন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তেমন জ্যোতিষশাস্ত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থ দেখিলে এবং কাব্যগ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে *। তা'র পর, জ্যোতির্বিদাভরণগ্রন্থ যে সেই নবরত্নসভায় আলোচিত, সম্মত ও আদৃত হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণসম্বন্ধে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন যত রকম প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই জ্যোতির্বিদাভরণোক্ত প্রমাণের গুরুত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কালিদাস মহাকবি এবং অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন বটে, কিন্তু বেদব্যাসপ্রভৃতির ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন না, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দ বা বিক্রমসংবৎ চলিতেছিল বলিয়া তাহার কথা লিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে দূর ও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত শকাব্দপ্রভৃতির কথা তিনি লিখিয়া গেলেন কি করিয়া? যদিও এবিষয় পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি আমরা সংক্ষেপে একথা বলিতে পারি যে, অসাধারণ জ্যোতির্বিৎ কালিদাস জ্যোতিষগণনার সাহায্যেই জ্যোতির্বিদাভরণে ঐ শকাব্দপ্রভৃতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও জ্যোতিষিকদিগকে দূর ভবিষ্যৎ গণনা করিতে দেখা যায় এবং সে গণনাও ফলের সঙ্গে মিলিয়া থাকে।

৫। সে যাহা হউক, এখনও এই সন্দেহ রহিয়াছে যে, "যুধিষ্ঠিরাব্দেযুগাম্বরাগ্নয়ঃ" এই জ্যোতির্বিদাভরণের লেখা দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে যে ৩০৪৪ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, তাহা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে, বা তাঁহার রাজ্যলাভ হইতে, অথবা তাঁহার স্বর্গারোহণ হইতে ধরা হইয়াছিল? এই সন্দেহ ভঞ্জনেরও পর্য্যাপ্ত প্রমাণই রহিয়াছে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে † গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশী রবিকীর্ত্তিনামক কোন কবিদ্বারা ‡ রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার মধ্যে এই দুইটী শ্লোক দেখা যায়—

"…ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ-শত-যুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্ ॥"§

* "…ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥" রঘুবংশ ১৪ সর্গ, ৪০ শ্লোক। এই বিষয়টা যুক্তিদ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে।

"গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।" রঘুবংশ ৩য় সর্গ, ১৩ শ্লোক।

"…অঙ্গারও রাসিং বিঅ অণুবকং পড়িগমণং ণ করেদি।" মালবিকাগ্নিমিত্র ৩য় অঙ্ক।

† ৫৫৬ শকাব্দে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, ইহা এই শিলালিপি হইতেই জানা যাইতেছে এবং শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব ৫৫৬+৭৮=৬৩৪ খৃষ্টাব্দ জানা গেল।

‡ রবিকীর্ত্তিনামক কোন কবি যে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই শিলালিপিতেই আছে।

§ এই শ্লোক দুইটীর ব্যাখ্যা—"ভারতাৎ আহবাৎ কুরুপাণ্ডবীয়াদ্ যুদ্ধাৎ পরম্, ইতঃ পূর্ব্বঞ্চ ত্রিসহস্রেষু সপ্তাব্দশতযুক্তেষু ত্রিংশৎসু পঞ্চসু চ অব্দেষু গতেষু সৎসু; শকানাং ভূভুজামপি পঞ্চশতাসু পঞ্চাশৎসু ষট্সু চ সমাসু বৎসরেষু, সমতীতাসু সতীষু, কলৌ কালে ইদমুৎকীর্ণমিত্যর্থঃ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে, (এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইল।)

ইহাতে বুঝা গেল যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর, তখন শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর ছিল। অতএব ৩৭৩৫ হইতে ৫৫৬ বাদ দিলে ৩১৭৯ থাকে; ঐ ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাব্দেই শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখন এই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং শকাব্দ যোগ করিয়া দেখা যাউক কি হয়—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	...	৩১৭৯
বর্ত্তমান শকাব্দ	...	১৮৫২
		৫০৩১

বর্ত্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যব্দও ৫০৩১ ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। অতএব এই শিলালিপি অনুসারে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, **কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিন অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।**

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিনই যে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার কারণ এই যে, "সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ......" এই মনুবচন অনুসারে জয়কেও একটী স্বত্বের কারণ বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ জয় হইলেই বিজিত দ্রব্যে বিজেতার স্বত্ব জন্মে। সুতরাং যুদ্ধে জয় হওয়ার পরেই রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব জন্মিয়াছিল।

এই ক্ষণ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" ইত্যাদি বচন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত উল্লিখিত চিরকিংবদন্তী, ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দকারের কল্যব্দনিরূপণ, কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ এবং গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর শিলালিপি, এই কয়টী বিষয়ের অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই সময়নিরূপণসম্বন্ধে সন্দেহ না থাকায় বস্তুতই হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। সে যাহা হউক, এখন সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, **আজ হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই বৎসরেই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।**

তবে একমাসে বা একদিনে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল না। ইহার প্রমাণ, ভারতসাবিত্রীতে পাওয়া যায়। †

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥
... ...
অমাবস্যাস্তু মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ।
অমাবস্যাস্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ ॥"

বেদে অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসকে হেমন্ত ঋতু বলা হইয়াছে, আর যমদৈবতনক্ষত্র ভরণী *।

† ভারতসাবিত্রী যে কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা খুজিয়া পাওয়া গেল না। তবে, ইহা যে আর্ষ এবং প্রমাণিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, অনেক স্থানে শ্রাদ্ধে এই ভারতসাবিত্রী পঠিত হইয়া থাকে এবং ভীষ্মপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ ইহার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* "......সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতূ..." তিথিতত্ত্বধৃত শ্রুতিঃ। 'অশ্বি-যম-দহন-কমলজ-শশি-শূলভৃদদিতি-জীব-ফণি-পিতরঃ...' ইত্যাদি জ্যোতিষবচন অনুসারে ভরণী যমদৈবতনক্ষত্র।

সুতরাং অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন ভরণীনক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্নকালে শল্য রাজা এবং সন্ধ্যাকালে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। অতএব মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণমাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, তাহার পরদিনই পৌষমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; আর সেই পৌষমাসের শুক্লপ্রতিপদ হইতে দেড় মাস অর্থাৎ ৪৫ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সেই মাঘী পূর্ণিমা হইতেই কল্যব্দ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মাঘী পূর্ণিমাতেই যে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তিথিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচন—

"বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী, পঞ্চদশী চ মাঘে॥
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।"

অতএব একই বৎসরে পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমাতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

সুতরাং যুধিষ্ঠির দ্বাপরযুগের শেষ দেড়মাস এবং কলিযুগের প্রথম অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব আধুনিক পঞ্জিকাকারগণ যে, যুধিষ্ঠিরকে দ্বাপরের শেষরাজা এবং কলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহাও ইহা দ্বারা সমর্থিত হইল।

———:০:———

পঞ্চ পাণ্ডব এবং দুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনস্বী যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন মতানুসারে সুদীর্ঘ এক এক শতাব্দী বা তদন্তর্গত একটী মাত্র বৎসরই নিরূপণ করিয়া চরিতার্থ এবং সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সে শতাব্দী বা তাহার অন্তর্গত একটী বৎসরমাত্র নিরূপণ করিলে চলিবে না। কারণ, আমরা মহাভারতের যথাস্থানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং দুর্য্যোধনের কোষ্ঠী সন্নিবেশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্মসম্বন্ধীয় বৎসর, মাস, দিন, এমন কি দণ্ডপর্য্যন্ত আমাদের নিরূপণ করা আবশ্যক; তবে তাহা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, মহাভারত যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির ইতিহাস; সুতরাং তাহাতে উঁহাদের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তই পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির যে বৎসর রাজা হইয়াছিলেন, সে বৎসরের কথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই বলিয়া আসিয়াছি, এখন সেই সময়ে তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহাদের জন্মবৎসর জানা যাইবে; তা'র পর মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়ে উঁহাদের জন্ম-মাস-তিথি এবং লগ্নপ্রভৃতি কোষ্ঠী করিবার উপকরণ প্রায় সমস্তই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী করা দুষ্কর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠির যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহাই এখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহাভারত-

আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়ে (বুম্বয়ী নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে আদিপর্ব্ব ১৩৪ অধ্যায়ে) এই কয়টী বচন দেখা যায়—

"পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন।।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১০॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্ব্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্ ॥১১॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ ॥১২॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত! ॥১৩॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূতনির্জ্জিতাঃ ॥১৪॥
ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়্‌ভির্মহাত্মানঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥১৫॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্ ॥১৬॥

এই বচনগুলির মর্ম্মার্থ—যুধিষ্ঠিরের ১৬ বৎসর, ভীমের ১৫ বৎসর, অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা জন্মস্থান শতশৃঙ্গপর্ব্বত (হিমালয়ের অংশবিশেষ) হইতে হস্তিনারাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাস করেন, পরে জতুগৃহে যাইয়া ৬ মাস থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যান; পথে ঘটোৎকচের জন্ম হয়; তৎপরে তাঁহারা একচক্রাপুরীতে ৬ মাস থাকিয়া দ্রুপদ রাজার ভবনে ১ বৎসর থাকেন, তথা হইতে আসিয়া আবার হস্তিনায় দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ৫ বৎসর থাকিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া ২৩ বৎসর অতিবাহিত করেন, তৎপরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাস এবং ১ বৎসর অজ্ঞাত বাস করেন, (তাহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজা হন) তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তাঁহারা পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ৬ মাসে স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। (আর, ভীমপ্রভৃতি সকলেই স্বর্গে যাইবার পথে পর্ব্বত হইতে পতিত হন) এই হিসাবে স্বর্গারোহণ করিবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়স হইয়াছিল।

হস্তিনায় উপস্থিত হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যে উক্তরূপই বয়স হইয়াছিল, তাহা আদিপর্ব্ব-প্রথম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকটী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"ঋষিভিশ্চ তদা নীতা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রতি স্বয়ম্।
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭৭॥"

মুনিরা নিজেরাই দুর্য্যোধনপ্রভৃতির নিকটে তখন ব্রহ্মচারী, জটাধারী ও সুন্দরাকৃতি সেই বালক কয়টীকে নিয়া গেলেন ॥৭৭॥

উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মচারী হয় না ; অথচ ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন একাদশ বৎসরে বিহিত *। সুতরাং নকুল ও সহদেবের একাদশ বৎসরে উপনয়ন হইলে এবং তাহার পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল সেই পর্ব্বতে থাকিয়া পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে, নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়স হয় ; তাহাতে যুধিষ্ঠিরের ১৬, ভীমের ১৫ এবং অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর বয়সই দাঁড়ায়।

সে যাহা হউক, উক্ত বচনগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জ্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল †। তাহার পর, জ্যোতিষপ্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম আছে যে, বয়স হিসাবে যে বৎসর, মাস বা দিন লিখিত হয়, তাহা অতীতই ধরিতে হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল। ওদিকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, অগ্রহায়ণমাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, আবার আদিপর্ব্বেরই ১১৭ অধ্যায়ের সুস্পষ্ট বচন ও যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের, চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে ভীম ও দুর্য্যোধনের এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল ‡। এখন ইহা জানা গেল যে, সেই জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের ৭২ বৎসর, চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভীমের ৭১ বৎসর, এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল ; তখন তাঁহারা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন ; তাহাতে আষাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাদ্বাদশীপর্য্যন্ত সময় অতীত হয়। তাহার পর, অগ্রহায়ণমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আঠার দিনের দিন অমাবস্যাতে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিন পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী-পূর্ণিমাতে কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই হিসাবে নিম্নে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত হইল।

১। কল্যব্দ আরম্ভের ৭২ বৎসর, ৭ মাস, ২৯ দিন পূর্ব্বে, (৩১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) জ্যৈষ্ঠ-মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ডসময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) স্বর্গারোহণ হইয়াছিল।

২। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্র-মাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে ভীমসেনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৩। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্র-

---

* "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথা কুলম্॥" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

† এই বয়সে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইবারই সম্ভাবনা ; এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। কারণ, উঁহাদেরই, পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণপ্রভৃতি যথানিয়মে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহাভারতেই দেখা যায়। তা'র পর, ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানসেনাপতি হিণ্ডেনবার্গেরও ৮২ বৎসর বয়স ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ বয়সের অনেক লোককেই সমস্তকার্য্যক্ষম দেখা যায়।

‡ এই আদিপর্ব্বের ১১৭ অধ্যায়ে নকুল ও সহদেবের জন্মমাসপ্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী দেওয়া যাইবে না।

মাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, রাত্রি ৬ দণ্ডসময়ে হস্তিনারাজধানীতে দুর্য্যোধনের জন্ম এবং কল্যব্দ আরম্ভের দেড় মাস পূর্ব্বে (৩০২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) রণক্ষেত্রে মৃত্যু। *

৪। কল্যব্দ আরম্ভের ৭০ বৎসর, ১০ মাস ২৯ দিন পূর্ব্বে (৩১৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) ফাল্গুনমাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ২১ দণ্ডসময়ে, শতশৃঙ্গপর্ব্বতে অর্জ্জুনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৫। কল্যব্দ আরম্ভের ৬৯ বৎসর পূর্ব্বে (৩১৭১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) শতশৃঙ্গপর্ব্বতে নকুল ও সহদেবের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু। †

অদ্য ৫০৩১ কল্যব্দের, ১৮৫২ শকাব্দের এবং ১৩৩৭ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর)। সুতরাং অদ্য হইতে ৫১০৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল। এই নিয়মে ভীমপ্রভৃতিরও গণনা করিতে হইবে।

——:*:——

বিরোধ সমাধান।

এই সন্দর্ভে জানা গেল যে, যুধিষ্ঠির যে দিন রাজা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তাহার দেড় মাস পর হইতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। ওদিকে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও কল্কিপুরাণে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেই দিন কলি প্রবেশ করিয়াছিল। যথা—

'যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২ ৩৩ শ্লোক।
"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে॥ "বিষ্ণুপুরাণ ৪-৩৪-৪০ শ্লোক।
"যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্তজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্ দিনেহবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল॥"ব্রহ্মপুরাণ২১২-অ-৮৫শ্লোক।
"গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভূতো যথা কলিঃ।" কল্কিপুরাণ ১অ-১৩ শ্লোক।

এই বচনগুলি যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেন না, সাক্ষাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিতে, পাপপ্রবর্ত্তক কলি প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিল না। এদিকে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই ষট্ত্রিংশত্তম বৎসরেই শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন। যথা—

"ষট্ত্রিংশেঽথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ॥
ষট্ত্রিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুসলৈস্তে তু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ॥"

(মহাভারত, মৌসলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, প্রথম ও ত্রয়োদশ শ্লোক)

---

* "যস্মিন্নহনি ভীমস্তু জজ্ঞে ভরতসত্তম। দুর্য্যোধনোঽপি তত্রৈব প্রজজ্ঞে বসুধাধিপ॥" আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায় ২১ শ্লোক। ইহাতে জানা যায়—ভীম ও দুর্য্যোধনের এক তারিখেই জন্ম; মধ্যাহ্নসময়ে ভীমের জন্ম সেখানে লিখিতই আছে, আর যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, সেই রাত্রিতে তুলালগ্নে দুর্য্যোধনের জন্ম হইয়াছিল। অন্যত্য ভারতকৌমুদীটিকার যুক্তি দ্রষ্টব্য।

† নকুল ও সহদেবের জন্মমাসপ্রভৃতি মূলে লিখিত নাই বলিয়া তাহা লেখা গেল না। সুতরাং ইঁহাদের কোষ্ঠীও দেওয়া যাইবে না।

অতএব যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩৬ বৎসর পরে কল্যব্দের আরম্ভ ধরা উচিত ছিল। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—যেমন সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রে দিন বলিয়া ধরা হয় *, অথচ সূর্য্যোদয় হয় তাহার পরে; তেমন এক্ষেত্রেও বিধাতার নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দেড়মাস পর হইতেই কলির অধিকার হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া তৎকালে প্রবেশ করিতে না পারায় ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ হইলেই কলি প্রবেশ করিয়াছিল বা নিজের প্রভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কলির অধিকার ধরিয়া কল্যব্দ গণনা আরম্ভ করিয়াছেন; আর শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি কলির প্রভাব ব্যক্ত করাকেই কলির প্রবেশ বলিয়াছেন। অতএব উভয় মতের কোন বিরোধ নাই।

২। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতার ১৩ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।"...

ইহার তাৎপর্য্য এই—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৫২, তাহার সহিত ঐ ২৫২৬ যোগ করিলে ৪৩৭৮ হয়। এদিকে বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১, তাহা হইতে ঐ ৪৩৭৮ বাদ দিলে ৬৫৩ থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বরাহমিহিরের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন।

বরাহমিহিরের এই মত অনুসরণ করিয়াই কহ্লণমিশ্র ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৫১॥"

(কুরুপাণ্ডবান্তেষাং যুদ্ধানি) ৬৫৩ কল্যব্দে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই মতেও কল্যব্দ ঠিকই আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাব্দ তাহা হইতে ৬৫৩ বৎসর পরবর্ত্তী হইতেছে ইহাই বিরোধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়জন পণ্ডিত "নবরত্ন" নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের মতের গুরুত্ব অন্যান্য পণ্ডিতের মত অপেক্ষা অনেক অধিক। তা'র পর, এই বরাহমিহিরও সেই নবরত্নসভার বরাহমিহির নহেন। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সেই নবরত্নসভা খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, আর এই বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার শেষ ভাগে তিরোভূত হন †। সুতরাং জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাসের মত অপেক্ষা এই বরাহমিহিরের মত বিশেষ দুর্ব্বল। দ্বিতীয় কথা এই যে, কুরুপাণ্ডবের সমস্ত বৃত্তান্ত বলাই যে গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই মহাভারতের সুস্পষ্ট বচনের সঙ্গে যে মতের মিল হইবে, সেই মত গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" ইত্যাদিমহাভারতবচনের সহিত কালিদাসের মত ও উক্ত শিলালিপিকারের মত মিলিত হয় বলিয়া তাহাই গ্রাহ্য।

* "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্। নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥" তিথিতত্ত্বধৃত।

† ব্রহ্মগুপ্তরচিত খণ্ডখাদ্যের টীকায় আমরাজ লিখিয়াছেন—"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"।

ইহাতে বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্রের মত পরিত্যাগ করিতে বলা হইল না ; কিন্তু পণ্ডিতসম্প্রদায়সিদ্ধ এই রীতির অনুসরণ করিতে বলা হইল যে, স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতি প্রধান † সুতরাং তাহার সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিরোধ হইলে, সেই মনুস্মৃতির যথাশ্রুত অর্থ রাখিয়া, ‡ অন্য স্মৃতির বিভিন্নার্থ করিয়া, সেই অন্য স্মৃতিকে যেমন মনুস্মৃতির সহিত মিলিত করিবার রীতি আছে ; এ ক্ষেত্রেও তেমন কালিদাস ও শিলালিপিকারের মতের সহিত বিরোধ হইয়াছে বলিয়া এই ভাবে বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্রের মতের মিল করিতে হইবে যে, কলি ও দ্বাপরের সুদীর্ঘ সন্ধিকালের মধ্যে দ্বাপরের অন্তঃপাতী শেষ ৬৫৩ বৎসর ধরিয়া বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্র ঐ কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই বিরোধভঞ্জনের অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

৩। তা'র পর অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটী বচন দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সে বচন কয়টী এই—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥২৬॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥
... ...
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়)

রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিতেছেন—'আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিষেকপর্য্যন্ত এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর। নক্ষত্ররূপী সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে দুই জন ঋষিকে আকাশে প্রথম উদিত হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহাকে রাত্রিতে সমান দেখা যায়, সেই নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যপরিমাণের এক শত বৎসর অবস্থান করেন। সেই সপ্তর্ষিগণ এখন আপনার সময়ে মঘানক্ষত্রে আছেন। সপ্তর্ষিগণ যখন (এখন) মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন (এখন) কলি দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছে। যখন ঐ সপ্তর্ষিরা মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন, তখন নন্দ হইতেই এই কলি বৃদ্ধি পাইবে (যথাশ্রুত অনুবাদ)।

---

† "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।" বৃহস্পতিসংহিতা।

‡ "স্মৃত্যন্তরবিরোধে মনুস্মৃতিরেব গ্রাহ্যা"। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার।

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায়)

এই অধ্যায়ে আরও কতিপয় বচন, উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বচনগুলিরই প্রায় অনুরূপ দেখা ।। আবার এই অধ্যায়ে আরও দেখা যায়—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্ত-রী ভবিতা। ...মহাপদ্মস্তৎসুতাশ্চৈকং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব ন্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও প্রায় অবিকল এইরূপ বচন দেখা যায়—

"মহানন্দিসুতো রাজন্। শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী।
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ ॥
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতে।"

পুরাণের এই বচনগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কথা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। তাহার পর ইতিহাসে যায় এই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে * সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ মণ করিয়াছিলেন; তাহার কয়েক বৎসর পরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জয় লাভ করেন এবং সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় মনস্বী লোক যুধিষ্ঠিরের সময়-ণে নানাবিধ মতের আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যকে অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল করিয়া া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্র ১২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, প্রাট্ ১২০০ র্ব্বাব্দে, বুকানন ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এবং উইলসন, কোলব্রুক ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ১৪০০ খৃষ্ট-ব্দ, এতদ্ভিন্ন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহারও বহুপরে যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিয়া ছন। ইহার প্রত্যেক মতের অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত থাকা গেল।

উক্ত মতগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা জানা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ভ হইতে নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান হয়; রমেশচন্দ্রের মতে ৯২৩ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ১১০৩, প্রাটের মতে ৮৭৩, বুকাননের মতে ৯৭৩ এবং উইলসন-র মতে ১০৭৩ বৎসর মাত্র।

ইহার প্রতিবাদে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, ইহারা যে মহাভারতের নায়ক

---

* এমনই আশ্চর্য্য যে, এই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ লিয়াও তিনটী মতভেদ আছে। কেহ ৩২৫, এবং কেহ ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বলেন।

যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাভারতেরই দুইটী বচন পর্য্যালোচনা করিলে, নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে এত অর্বাচীন করিতে পারিতেন না। সে বচন দুইটী এই—

"ততস্ত্বং পুরুষশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মেণ প্রতিপেদিবান্।
ইদং বর্ষসহস্রাণি সর্ববভূতানুপালকঃ ॥১৮॥"
"পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুদিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্ ॥২৬॥"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়। পুস্তকবিশেষে আদিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।) প্রাচীন টীকায় প্রথম বচনটীর কোন অর্থ দেখা যায় না।

(জনমেজয়ের নিকট বৃদ্ধমন্ত্রিগণ বলিতেছেন)—"তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতিশৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন ॥১৮॥" ৺কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

(জনমেজয়ের নিকট বৃদ্ধমন্ত্রিগণই বলিতেছেন)—"তৎকালে তিনি (পরীক্ষিৎ) ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতিজীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥" ৺কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

মহাভারতের এই স্থান হইতে জানা যায় যে, ইহার পরে সেই মুনি পরীক্ষিতের কথার উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির গলায় মড়া সাপ ঝুলাইয়া দেন, এই বৃত্তান্ত জানিয়া ঐ মুনির পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করেন. তাহাতেই সপ্তমদিনে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। তৎপরে জনমেজয় রাজা হন।

এখন মহাভারতেরই সুস্পষ্ট বচন অনুসারে জানা যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে ৬০ বৎসর এবং তাঁহার পুত্র জনমেজয়ের রাজত্বকাল ১০০০ বৎসর এই ১০৬০ বৎসরের মধ্যে জনমেজয়ের রাজত্বকালেই রমেশচন্দ্র, প্রাট্ ও বুকাননের মতে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল; আর, জনমেজয়ের পুত্র শতানীকের রাজত্বকালেই বঙ্কিমচন্দ্র ও উইলসনপ্রভৃতির মতে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়; অথচ ইঁহাদের রাজ্য-কাল হইতে অতিদূর ভবিষ্যতে নন্দের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। অতএব এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে পারেন না।

তবে, জনমেজয়ের এক হাজার বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব মনে করিয়া, উক্ত বচন দুইটীকে প্রক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জক বলিয়া, বা পাঠান্তর কল্পনা করিয়া, কিংবা ব্যাখ্যান্তর ঘটাইয়া, উঁহারা আপন আপন মত রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, উঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রীমদ্ভাগবতের যে বচনটীকে প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়াছেন, সে বচনটীর শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা দেখিলে, তাঁহারা সম্ভবতঃ উক্ত-রূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। সে বচনটী ও তাহার শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যা এই—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২-২৬

ন্যপি বিবক্ষয়া অবান্তরসংখ্যেয়ম্"। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

ইহার তাৎপর্য্য এই—"এই যে এক হাজার এক শত পনর সংখ্যা বলিয়াছেন, দেব কোন উদ্দেশ্যবশতঃ কোন বৃহত্তর সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যাই বলিয়াছেন।"

ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামীর মতেও পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে ার অভিষেককালের মধ্যে এক হাজার এক শত পনর বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক র গিয়াছিল।

এখন যদি অপর পক্ষ শ্রীধরস্বামীর এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য ন, তবে আমাদের বাধ্য হইয়াই সেই দায়ভাগলিখিত জীমূতবাহনের উপহাসোক্তিটীর উল্লেখ তে হইবে যে, "পরমপ্রেক্ষাবন্মনুগৌতম-দক্ষাদিপ্রযুক্তপদানাং ত্তক্ষণমবিবক্ষামাচক্ষাণঃ স্বস্যৈব সাক্ষাদবিবক্ষিতত্বং শয়তি।"

তার' পর, বঙ্কিমবাবু, হিন্দুসভ্যতার অর্ব্বাচীনতাবাদী যে সাহেবদের উপর নানাবিধ ক্ত করিতে ছাড়েন নাই, সেই সাহেবদের মধ্যেই হিপার্কস্ ও মাস্কোলাইনের দেখার নির্ভর করিয়া, জ্যোতিষগণনা দেখাইয়া, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে এক প্রৌঢ়িবাদ বলিয়াছেন ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ র শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" আমরা কিন্তু ঐ সাহেব দুইটীর দেখাকে । বলিয়া মনে করি না, সুতরাং বঙ্কিমবাবুর এই সিদ্ধান্তকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না।

এখন দেখা যাউক, প্রকৃত সিদ্ধান্ত ঠিক রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ঐ বচন সামঞ্জস্য করা যায় কি না। আমরা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছি যে, আজ ০ খৃষ্টাব্দ) হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, আর ইহাও যুক্তির ্য বলিয়াছি যে, কুরুপাণ্ডবসম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং অন্যান্য । দুর্ব্বল; তৎপরে আবার দেখাইয়াছি যে, পরস্পর বিরোধস্থানে প্রবল প্রমাণের ত অর্থ রাখিয়া দুর্ব্বল প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে। পাঠকমহোদয়গণ! এইগুলি াখিয়া পর্য্যালোচনা করিবেন।

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥"

হাভারতোক্ত প্রবল প্রমাণের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।"
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

চনের বিরোধ হয় বলিয়া, "পঞ্চদশোত্তরম্" এই পঞ্চদশ শব্দের অর্থ ঞ্চদশ শত। ইহাতে লক্ষণা হইল বটে, তবে তাহা অজহৎস্বার্থা বলিয়া তত দোষাবহ বিশেষতঃ ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামীই এই লক্ষণা করিবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা । অনতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এই শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বচনেই পাওয়া ১০০০+১০০+১৫০০=২৬০০ বৎসর। তা'র পর,

[illegible]

য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবতের বচন অনুসারে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপদ্মনন্দের পুত্রেরাই একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণোক্ত পদ্যেরও এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে মহাপদ্মনন্দের নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকাল পাওয়া না গেলেও বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, মহাপদ্মনন্দ ৭৪ বৎসর রাজ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; * না হইলে, উক্ত মহাভারতবচনের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। এক্ষণে খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ৩২৭ বৎসর ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যে খৃষ্টজন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইবে। যথা—

"আরভ্য ভবতো জন্ম"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—	২৬০০ বৎসর।
মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকাল	৭৪ "
মহাপদ্মনন্দের পুত্রগণের রাজত্বকাল	১০০ "
খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণকাল	৩২৭ "
	৩১০১

এখন শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের অবশিষ্ট বচন কয়টীর সামঞ্জস্য দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে বচন কয়টী এই—

"সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥"†

* মহাপদ্মনন্দের ১৭৪ বৎসর বয়স এবং তাঁহার পুত্রগণের ঐ হিসাবে যথাসম্ভব বয়স ছিল; এমন অবস্থায় চাণক্য তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন; ইহা স্বীকার করিলে, চাণক্যকর্ত্তৃক নয় জন নন্দের হত্যাও সম্ভবপর হয়। ঐরূপ দীর্ঘ জীবনলাভ অসম্ভব নহে। কেন না, মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়—"লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ"; আমরাও ১২০ বৎসর এবং ১৩২ বৎসর বয়সের লোক দেখিয়াছি। সংবাদপত্রে দেখা যায় বর্ত্তমানে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের জারো আগা নামক এক ব্যক্তির বয়স ১৫৩ বৎসর এবং বুলগেরিয়ার স্যাভ্‌কা মিড্‌তা নামক একটী স্ত্রীলোকের বয়স ১৫২ বৎসর। এই দুই জনই বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যক্ষম আছেন। তা'র পর, রাজতরঙ্গিণী প্রথমতরঙ্গ ৩০৯ শ্লোক (স বর্ষসপ্ততিং ভুক্‌ত্বা ভুবং ভূলোকভৈরবঃ।"...) ইহাতে জানা যায় কাশ্মীররাজ মিহিরকুল ৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও ৬৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নন্দের ৭৪ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

† ৩১-৩২ শ্লোকয়োরর্থঃ—যদা সপ্ত দেবর্ষয়ো মঘাসু বিচরন্তি, তদা যুধিষ্ঠিররাজত্বসময়ে পরীক্ষিতশ্চ শৈশবযৌবনসময়ে কলিঃ প্রবৃত্তঃ। তু কিন্তু যদা তে মহর্ষয়ো মঘাভ্যঃ পূর্ব্বাষাঢ়াং যাস্যন্তি, তদা প্রভৃতি দ্বাদশাব্দশতে

ইহার শেষ বচনটীর "তদানন্দাৎ" এইখানে নন্দশব্দ ধরিলে এবং তাহার অর্থ মহাপদ্মনন্দ করিলেই অত্যন্ত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব বচন দুইটীর অর্থ, সকলের মতেই সমান থাকিবে, পরের বচন দুইটীর অর্থ এইরূপ করিতে হইবে—যখন সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে আসিয়াছিলেন, তখন (যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে এবং পরীক্ষিতের শৈশব ও যৌবনকালে) কলি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সপ্তর্ষিরা মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ভোগ করিয়া যাইবেন, তখন হইতে, (কলির প্রবৃত্তি অবধি) বার শত বৎসর আরম্ভ হইবার উপক্রমে, এই কলি নিজের অনুকূল রাজা ও প্রজা লাভ করায় আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করিবে।

সপ্তর্ষিরা এক একটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর অবস্থান করেন, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া এগার নক্ষত্র; সুতরাং সপ্তর্ষিদের এগারটী নক্ষত্র ভোগ করিতে এগার শত বৎসর লাগে। অতএব এখন আর কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। সুতরাং এই প্রবন্ধটী সংস্কৃত-ভাষায় লিখিলে, অবশ্যই এখন লিখিতাম যে, "ইতি সর্ব্বমবদাতম্।"

———— :o: ————

মহাভারতরচনার সময়।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন *। এই বেদবিভাগ অত্যন্ত জ্ঞান ও গবেষণা-সাধ্য বলিয়া সম্ভবতঃ তৎকালবর্ত্তী জ্ঞানীরা তাঁহাকে 'বেদব্যাস' উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি মহাভারত রচনা করেন। ইহার প্রমাণ আমরা মহাভারতেই দেখিতে পাই। আদিপর্ব্ব-প্রথম অধ্যায়-৫৪ শ্লোক—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥"

আর, প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়সমাপ্তিতেই 'বৈয়াসিক্যাম্' এই শব্দটী লেখা আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রথম হইতে আস্তীকোপাখ্যান ও কথানুবন্ধপর্য্যন্ত পঞ্চান্নটী অধ্যায় মহাভারতের প্রস্তাবনা; তাহার বক্তা সূত; সুতরাং সে অংশ বেদব্যাস রচনা করেন নাই; তথাপি সে অংশের অধ্যায়সমাপ্তিতেও 'বৈয়াসিক্যাম্' এইরূপ লেখা আছে কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, প্রসিদ্ধ মৃচ্ছকটিকপ্রকরণ শূদ্রককৃত; তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত আছে—"লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ"। একথা তৎকালমৃত শূদ্রককবি লিখিতে পারেন নাই, নিশ্চয়ই অন্য কোন কবি লিখিয়াছেন; তথাপি সেই প্রস্তাবনা যেমন শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকের সহিত সম্বন্ধ থাকায় শূদ্রককৃত বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; সেইরূপ মহাভারতের ঐ প্রস্তাবনা তৎকালবর্ত্তী অন্য কোন ঋষির রচিত হইলেও বৈয়াসকী মহাভারতসংহিতার সহিত সম্বন্ধ থাকায় 'বৈয়াসকী' বলিয়া লিখিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা কালিদাসপ্রভৃতি কবিগণ যেমন শাকুন্তলপ্রভৃতি নাটকের প্রস্তাবনা হইতে সমস্ত অংশ রচনা করিয়া তাহার প্রস্তাবনা অংশ সূত্রধার দ্বারা এবং প্রকৃত অংশ দুষ্মন্তপ্রভৃতি দ্বারা বলাইয়াছেন; বেদব্যাসও তেমন মহাভারতের প্রথম হইতে সমস্ত অংশ রচনা করিয়া

দ্বাদশশতভোগক্রমে আত্মা স্বরূপং যস্য স তাদৃশঃ, এষ কলিঃ, আনন্দাৎ স্বানুকূলরাজপ্রজালাভযোগাৎ বৃদ্ধিং প্রয়াস্যতি।

* "বিব্যাসৈকং চতুর্দ্ধা যো বেদং বেদবিদাং বরঃ।" আদিপর্ব্ব—৫৫ অধ্যায়—৫ শ্লোক।

তাহার প্রস্তাবনা অংশ সূত দ্বারা এবং প্রকৃত অংশ বৈশম্পায়ন দ্বারা বলাইয়াছেন। সুতরাং প্রস্তাবনাভাগেও 'বৈয়াসিক্যাম্' এইরূপ লেখা সঙ্গতই হইয়াছে।

"ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ" এই মহাভারতের বচন অনুসারেই জানা যায় যে, মহাভারত একখানি ইতিহাসগ্রন্থ। সুতরাং তাহা উপন্যাসের ন্যায় কবিকল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জীবনচরিত শেষ হইলে পরই বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যায় এবং মহাভারতের একটী বচনের আভাসেও তাহা জানা যায়। আদিপর্ব্ব—প্রথম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক—

"তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্।
অব্রবীদ্ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহানৃষিঃ॥"

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গলাভ করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস এই মনুষ্যলোকে মহাভারত বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার অনেক পরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হয়, সেই রাজত্বের শেষ সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আশ্রমে বাস করিয়া স্বর্গারোহণ করেন, তৎপরে যদুবংশধ্বংস হয় এবং কৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৩৬ বৎসর রাজত্ব করা হইয়াছিল; ইহা আমরা পূর্ব্বেই (যুধিষ্ঠিরের সময়-প্রবন্ধে ৩৭ পৃষ্ঠে) বলিয়া আসিয়াছি। তখন ৩৬ বৎসরবয়স্ক পরীক্ষিৎকে রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ করেন; তাহার পর পরীক্ষিৎ ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে তক্ষকদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন†। এই সমস্ত বৃত্তান্ত মহাভারতেই লিখিত আছে; আবার সেই পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সর্পসত্র সমাপ্ত হইলে, বৈশম্পায়ন ব্যাসরচিত মহাভারত বলিতেছেন, ইহাও মহাভারতেই দেখা যায়‡। সুতরাং বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, **পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্ব্বে প্রকৃত মহাভারত রচিত হইয়াছিল** এবং জনমেজয়ের নিকট প্রকৃত মহাভারত বলার পরে অন্য কোন ঋষি, অথবা স্বয়ং বেদব্যাসই সমগ্র উপাখ্যানটীকে সুসংলগ্ন করিবার জন্য প্রস্তাবনাভাগ রচনা করিয়া প্রকৃত মহাভারতের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন মহাভারতরচনার সময় জানা সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই (৩৬ পৃষ্ঠে) নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ৩৭ কল্যব্দে অর্থাৎ ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; আর এখন মহাভারতের প্রমাণ দ্বারাই দেখাইলাম যে, তৎকালে পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন এবং তাহার পর মহাভারত রচিত হয়। অতএব এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ৩৭ কল্যব্দের (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের) ২৪ বৎসর পরে অর্থাৎ **৬১ কল্যব্দে (৩০৪১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) বেদব্যাস মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন এবং তিন বৎসরে সে রচনা সমাপ্ত করেন।** বেদব্যাস

† "পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ। ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥" আদিপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

‡ "জনমেজয় উবাচ। "কথিতং বৈ সমাসেন ত্বয়া সর্ব্বং দ্বিজোত্তম॥। মহাভারতমাখ্যানং কুরূণাং চরিতং মহৎ। ... ... বৈশম্পায়ন উবাচ। ... ... "ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমম্॥" আদিপর্ব্ব ৫৭ অধ্যায় ১ ও ৫০ শ্লোক।

…তিন বৎসরে যে মহাভারত রচনা করেন, তাহার প্রমাণও মহাভারতেই পাওয়া যায়। যথা—আদিপর্ব্ব-৫৭ অধ্যায়-৪০ শ্লোক—

"ত্রিভির্বর্ষৈর্মহাভাগঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ ॥"

মহাভারতের প্রস্তাবনাভাগে বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধমঠের উল্লেখ * দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের ঘটনা অতিপ্রাচীন হইলেও মহাভারতগ্রন্থ বা অন্ততঃ তাহার প্রস্তাবনাভাগ বুদ্ধ শাক্যসিংহের ধর্ম্মপ্রচারের পরে রচিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু ঐরূপ ধারণাকে অত্যন্ত অসমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ, মহাভারতের ঐ প্রস্তাবনাভাগেই দেখা যায় যে, বৌদ্ধসন্ন্যাসি-রূপী তক্ষক কুণ্ডল হরণ করিলে, উতঙ্ক পাতালে যাইয়া, সেই কুণ্ডল আনিয়া, তাহাই গুরুদক্ষিণা দেন এবং তক্ষকের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য হস্তিনায় যাইয়া জনমেজয় রাজাকে উত্তেজিত করেন †। ইহাতে ঐ বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও জনমেজয় রাজা সমসাময়িক ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়; তা'র পর, বৌদ্ধসন্ন্যাসী জনমেজয়ের সময়ে থাকিলে বৌদ্ধমঠও তখন ছিল, ইহাও বুঝিতে হইবে। কেন না, বিহার বা বৌদ্ধমঠ বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগেরই আশ্রয়স্থান। ওদিকে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পরে পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হন, ইহা মহাভারতেই দেখা যায়। অতএব জনমেজয় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে জন্মিয়াছিলেন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০০ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর শাক্যসিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩৩ অব্দে জন্মিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। অতএব শাক্যসিংহ জনমেজয় হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধসন্ন্যাসী কখনই জনমেজয়ের সময়ে থাকিতে পারেন না। তা'র পর, মহাভারতরচয়িতা বেদব্যাসেরই রচিত বেদান্তদর্শন বা শারীরকসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধমত খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায় ‡। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্ব কাল হইতেই বৌদ্ধমত, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধমঠ চলিয়া আসিতেছিল। তাহা আমরা সংস্কৃতভাষায় লিখিত ললিতবিস্তরসূত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতারসূত্র ও অবদানকল্পলতাপ্রভৃতি গ্রন্থ এবং পালিভাষায় লিখিত জাতকপ্রভৃতিগ্রন্থেও দেখিতে পাই। ঐ গ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও জানিতে পারি যে, ক্রকুচ্ছন্দনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে, কনকমুনিনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০৯০ অব্দে, কাশ্যপনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩৩ অব্দে জন্মিয়াছিলেন; আবার ইঁহাদের পূর্ব্বেও ১২০ জন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতে বা বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা বৌদ্ধমত খণ্ডন থাকায় তাহা শাক্যসিংহের পরে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায় না।

* "সোঽপশ্যদথ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তম্……। আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায় ১৩৪ শ্লোক। "ইমাং মহীং শৈলোপপন্নাং সসাগরগ্রামবিহারপত্তনাম্ ……।" আদিপর্ব্ব ৩১ অধ্যায় ১৯ শ্লোক।

† "স উপাধ্যায়েনানুজ্ঞাতো ভগবানুত্তঙ্কঃ ক্রুদ্ধস্তক্ষকং প্রতিচিকীর্ষমাণো হাস্তিনপুরং প্রতস্থে ॥১৮৩॥……অস্মিন্ রাজ্যে তু কার্য্যে পার্থিবসত্তম॥। বাল্যাদিবান্যদেব ত্বং কুরুষে নৃপসত্তম।" ॥১৯০॥ আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

‡ "সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি সূত্র, ভাষ্য ও টীকাপ্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥৫১॥
আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামা সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাম্ ॥৫২॥
পরিপত্য যদা সূনুর্ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ।
পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি কিমস্ত্যভ্যধিকং ততঃ ॥৫৩॥
স ত্বং স্বয়মভিপ্রাপ্তং সাভিলাষমিমং সুতম্।
প্রেক্ষমাণং কটাক্ষেণ কিমর্থমবমন্যসে ॥৫৪॥
অণ্ডানি বিভ্রতি স্বানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকাঃ।
ন ভরেথাঃ কথং নু ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্ স্বমাত্মজম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বিতি। সুসংরব্ধোঽপি অতিশয়েন ক্রুদ্ধোঽপি। রামাণাং স্ত্রীণাম্ ॥৫১॥
আত্মন ইতি। রামা স্ত্রী। সনাতনং চিরকালীনম্। ঋতে বিনা। প্রজাং সন্ত
পরীতি। ধরণীরেণুগুণ্ঠিতো ধূলিধূসরিতঃ। পরিপত্য ক্রোড়ং গত্বা ॥৫৩॥
স ইতি। অভিপ্রাপ্তমুপস্থিতম্, তবৈবাঙ্কমারোঢ়ুং সাভিলাষম্ ॥৫৪॥
অণ্ডানীতি। বিভ্রতি পরিপালয়ন্তি; কিন্তু ন ভিন্দন্তি ন পরিত্যজন্তি ॥৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বং ॥৪৮—৫০॥ সুসংরব্ধোঽপ্যতিক্রুদ্ধোঽপি। রামাণাং রম্যস্ত্রীণাম্ ॥৫১—৫২॥

রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এ সমস্তই পত্নীর অধীন ইহা বুঝিয়া মানুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও স্ত্রীলোকের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না ॥৫১॥

স্ত্রীলোকই নিজের পবিত্র ও চিরন্তন উৎপত্তিস্থান। স্ত্রীলোক ব্যতীত ঋষিদেরও সন্তান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই ॥৫২॥

যখন ধূলিধূসরিত পুত্রটী যাইয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তখন তাহা হইতে অধিক সুখ জগতে আর কি আছে? ॥৫৩॥

এই পুত্রটী নিজে উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কোলে উঠিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে এবং বক্র নয়নে আপনার দিকে চাহিতেছে; এ অবস্থায় আপনি উহাকে কেন অবজ্ঞা করিতেছেন? ॥৫৪॥

অতিক্ষুদ্রপ্রাণী পিপীলিকারাও আপনাদের ডিম্বগুলিকে প্রতিপালন করে, কিন্তু পরিত্যাগ করে না; এ অবস্থায় আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া নিজের পুত্রকে কেন প্রতিপালন করিবেন না? ॥৫৫॥

[৫১] সুসংরব্ধোঽপি রামাণাম্।
(৫২)…রামা সনাতনম্…রামামৃতে প্রজাঃ। (৫৩) প্রতিপন্ন যদা…।

নবাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ।
শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সূনোর্যথা সুখঃ ॥৫৬॥
ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্ব্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
গুরুর্গরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ ॥৫৭॥
স্পৃশতু ত্বাং সমাশ্লিষ্য পুত্রোঽয়ং প্রিয়দর্শনঃ।
পুত্রস্পর্শাৎ সুখতরঃ স্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে ॥৫৮॥
ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু প্রজাতাহমরিন্দম!।
ইমং কুমারং রাজেন্দ্র! তব শোকবিনাশনম্ ॥৫৯॥
আহর্ত্তা বাজিমেধস্য শতসংখ্যস্য পৌরবঃ।
ইতি বাগন্তরিক্ষে মাং সূতকেঽভ্যবদৎ পুরা ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। বাসসাং সূক্ষ্মবস্ত্রাণাম্, রামাণাং সুন্দরীণাম্, অপাং জলানাম্ ॥৫৬॥

ব্রাহ্মণ ইতি। গরীয়সাং গৌরবপাত্রাণাং মধ্যে, গুরুঃ পিতা। বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৫৭॥

স্পৃশত্বিতি। সমাশ্লিষ্য সম্যগালিঙ্গ্য। সুখতর আধিক্যেন সুখকরঃ ॥৫৮॥

ত্রিষ্বিতি। হে অরিন্দম রাজেন্দ্র! গর্ভধারণদিনাদারভ্য ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু সৎসু অহম্, তব বিচ্ছেদেন মম যঃ শোকস্তস্য বিনাশনম্ ইমং কুমারম্, প্রজাতা প্রসূতবতী। সকর্ম্মকত্ব-মার্ষম্ ॥৫৯॥

আহর্ত্তেতি। পুরা সূতকে তৎপ্রসবকালে, ইতি অন্তরিক্ষে বাক্ ইয়মাকাশবাণী মামভ্যবদৎ, যৎ পৌরবঃ পুরুবংশীয়ঃ অয়ং কুমারঃ, শতসংখ্যস্য বাজিমেধস্য অশ্বমেধযজ্ঞস্য, আহর্ত্তা অনুষ্ঠাতা ভবিষ্যতি। অতঃ খল্বসাধারণ এবায়ং তব পুত্র ইতি ভাবঃ ॥৬০॥

সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুন্দরী স্ত্রী এবং শীতল জলেরও স্পর্শ তেমন সুখ জন্মায় না; শিশু পুত্রের আলিঙ্গনের সময়ে তাহার স্পর্শ যেমন সুখ জন্মায় ॥৫৬॥

দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গরু শ্রেষ্ঠ, গুরু-জনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, আর সুখস্পর্শ বস্তুর মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ ॥৫৭॥

এই প্রিয়দর্শন পুত্রটী যাইয়া আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে স্পর্শ করুক। কেন না, পুত্রস্পর্শ অপেক্ষা অধিক সুখজনক স্পর্শ জগতে আর নাই ॥৫৮॥

মহারাজ! গর্ভধারণের দিন হইতে তিন বৎসর পূর্ণ হইলে, আমি এই পুত্রটীকে প্রসব করিয়াছিলাম এবং তখন হইতেই আমি আপনার বিরহকষ্ট কতক বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলাম ॥৫৯॥

নরনাথ! সেই প্রসবের সময়ে আমার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল 'এই পুরুবংশীয় বালকটী ভবিষ্যতে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে' ॥৬০॥

---

৬০) · পৌরব!…।

নন্বু নামাঙ্কমারোপ্য স্নেহাদ্গ্রামান্তরং গতাঃ।
মূর্দ্ধ্নি পুত্রানুপাঘ্রায় প্রতিনন্দন্তি মানবাঃ ॥৬১॥
বেদেষ্বপি বদন্তীমং মন্ত্রগ্রামং দ্বিজাতয়ঃ।
জাতকর্ম্মণি পুত্রাণাং তবাপি বিদিতং তথা ॥৬২॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥৬৩॥
পোষো হি ত্বদধীনোঽয়ং সন্তানোঽপি তবাক্ষয়ঃ।
তস্মাত্ত্বং জীব মে পুত্র! সুসুখী শরদাং শতম্ ॥৬৪॥
ত্বদঙ্গেভ্যঃ প্রসূতোঽয়ং পুরুষাৎ পুরুষোঽপরঃ।
সরসীবামলে আনং দ্বিতীয়ং পশ্য বৈ সুতম্ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

নন্বিতি। নন্বু হে রাজন্! গ্রামান্তরং গতাঃ প্রস্থিতা মানবাঃ, স্নেহাৎ অঙ্কং ক্রোড়মারোপ্য মূর্দ্ধ্নি পুত্রানুপাঘ্রায়, প্রতিনন্দন্তি অসকৃদানন্দন্তি, নাম ইতি সম্ভাবয়ামি ॥৬১॥

লোকাচারং প্রদর্শ্য বেদমপি প্রমাণয়তি বেদেষ্বপীতি। মন্ত্রগ্রামং মন্ত্রসমূহম্ ॥৬২॥

অঙ্গাদিতি। বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ। হৃদয়াদিতি তস্যাঙ্গেষু প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থং গোবৃষন্যায়াৎ ॥৬৩॥

পোষ ইতি। অয়ং পোষো বার্দ্ধকে মম পরিপোষণম্। অক্ষয়ো ভাবীতি শেষঃ ॥৬৪॥

ত্বদিতি। অয়ং কুমারস্ত্বদঙ্গেভ্যঃ প্রসূত উৎপন্নঃ; অতএব একস্মাৎ পুরুষাদপরঃ পুরুষো

ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যেত্য ॥৫৩—৫৫॥ শিশোরজাতদন্তস্য সূনোঃ ॥৫৬—৬২॥ মন্ত্রগ্রামমেব পঠতি, অঙ্গাদিতি।

মহারাজ! আমি মনে করি—মানুষ স্থানান্তরে যাইবার সময়ে স্নেহবশতঃ পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে ॥৬১॥

পুত্রগণের জাতকর্ম্ম করিবার সময়ে ব্রাহ্মণগণ এই সকল বেদমন্ত্রও পাঠ করিয়া থাকেন; তাহা আপনারও জানা আছে ॥৬২॥

পুত্র! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে, বিশেষতঃ হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ; সুতরাং তুমি আমার আত্মা এখন পুত্রনাম ধারণ করিয়াছ; অতএব এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাক ॥৬৩॥

বৃদ্ধকালে আমার ভরণ-পোষণ করা তোমার অধীন হইবে এবং তোমার বংশ অক্ষয় হইবে। অতএব পুত্র! তুমি অত্যন্ত সুখী হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাক ॥৬৪॥

---

(৬১) হস্ত স্বমঙ্কমারোপ্য…। (৬৪) জীবিতং ত্বদধীনং মে সন্তানমপি চাক্ষয়ম্…।

[illegible]

তথা ত্বত্তঃ প্রসূতোহয়ং ত্বমেকঃ সন্ দ্বিধাকৃতঃ ॥৬৬॥

মৃগাবকৃষ্টেন পুরা মৃগয়াং পরিধাবতা।

অহমাসাদিতা রাজন্! কুমারী পিতুরাশ্রমে ॥৬৭॥

উর্বশী পূর্বচিত্তিশ্চ সহজন্যা চ মেনকা।

বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ ষড়েবাপ্সরসাং বরাঃ ॥৬৮॥

তাসাং মাং মেনকা নাম ব্রহ্মযোনির্ব্বরাপ্সরাঃ।

দিবঃ সম্প্রাপ্য জগতীং বিশ্বামিত্রাদজীজনৎ ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

জাতঃ। তেন চ অমলে সরসীব, দ্বিতীয়ং আনম্ আত্মানম্ আত্মস্বরূপং সুতং পশ্য। আকারলোপ আর্ষঃ ॥৬৫॥

যথেতি। প্রণীয়তে যাজ্ঞিকৈরুৎপাদ্যতে। ত্বত্তস্তব সকাশাৎ। দ্বিধাকৃতো বিধাত্রা ॥৬৬॥

ইদানীং রাজ্ঞা সহাত্মনঃ সঙ্গমং স্মারয়তি মৃগেতি। মৃগেণাবকৃষ্ট আকৃষ্টস্তেন ত্বয়া ॥৬৭॥

আত্মন উৎকর্ষং দ্যোতয়িতুং জন্ম পরিচায়য়তি উর্ব্বশীতি। বরাঃ প্রধানাঃ ॥৬৮॥

তাসামিতি। ব্রহ্মৈব যোনিরুৎপাদকো যস্যাঃ সা। দিবঃ স্বর্গাৎ। জগতীং পৃথিবীম্ ॥৬৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শরদো বর্ষাণি ॥৬৩—৬৪॥ আনমাত্মানং দ্বিতীয়ম্, প্রতিবিম্বে ইব তব সাদৃশ্যমত্র পশ্যেতি ভাবঃ ॥৬৫॥ একঃ সন্ পুত্রে জাতে আহবনীয়াগ্নিবৎ দ্বিধাকৃতো দ্বৈরূপ্যং গতঃ ॥৬৬—৬৮॥

মহারাজ! এই বালকটী আপনার অঙ্গ হইতেই জন্মিয়াছে; সুতরাং একটী পুরুষ হইতে আর একটি পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সরোবরের নির্ম্মল জলে যেমন আপন প্রতিবিম্ব দেখে, তেমন এক আত্মাই পুত্ররূপে দুই হইয়াছে দেখুন ॥৬৫॥

যাজ্ঞিকেরা যেমন গার্হপত্যনামক অগ্নি হইতে আহবনীয়নামক অগ্নি উৎপাদন করেন, তেমন বিধাতা আপনা হইতে এই বালকটীকে উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং আপনি একজন ছিলেন, এখন দুইজন হইয়াছেন ॥৬৬॥

মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে মৃগয়া করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন, তখন একটা মৃগ আপনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থায় আপনি মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে যাইয়া কুমারী অবস্থাতেই আমাকে লাভ করেন ॥৬৭॥

উর্ব্বশী, পূর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয় জনই অপ্সরাদের মধ্যে প্রধান ॥৬৮॥

তাঁহাদের মধ্যে আবার প্রধান অপ্সরা ব্রহ্মার কন্যা মেনকা স্বর্গ হইতে ভূমণ্ডলে আসিয়া বিশ্বামিত্র হইতে আমাকে উৎপাদন করেন ॥৬৯॥

---

(৬৯) তাসাং সা মেনকা নাম…।

সা মাং হিমবতঃ প্রস্থে সুষুবে মেনকাপ্সরাঃ ।
অবকীর্য্য চ মাং যাতা পরাত্মজমিবাসতী ॥৭০॥
কিম্নু কর্ম্মাশুভং পূর্ব্বং কৃতবত্যস্মি জন্মনি ।
যদহং বান্ধবৈস্ত্যক্তা বাল্যে সম্প্রতি চ ত্বয়া ॥৭১॥
কামং ত্বয়া পরিত্যক্তা গমিষ্যামি স্বমাশ্রমম্ ।
ইমন্তু বালং সংত্যক্তুং নার্হস্যাত্মজমাত্মনা ॥৭২॥

দুষ্মন্ত উবাচ ।

ন পুত্রমভিজানামি ত্বয়ি জাতং শকুন্তলে ! ।
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ ॥৭৩॥
মেনকা নিরনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব ।
যয়াসি হিমবৎপৃষ্ঠে নির্ম্মাল্যমিব চোজ্ঝিতা ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। প্রস্থে সমতলদেশে। অসতী সন্তানস্নেহাভাবান্নিষ্ঠুরস্বভাবা ॥৭০॥
কিমিতি। অশুভং ত্যজনকং পাপম্। বান্ধবৈর্মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ। ত্বয়া পত্যা ॥৭১॥
কামমিতি। কামং যথেষ্টং পরিত্যাগকারণাভাবেঽপি স্বেচ্ছাত এব পরিত্যক্তেত্যর্থঃ ॥৭২॥
নেতি। নাভিজানামি ন স্মরামি। শ্রদ্ধাস্যতে বিশ্বসিষ্যতি ॥৭৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সা প্রসিদ্ধা। অজীজনৎ মামিতি শেষঃ ॥৬৯॥ অবকীর্য্য অধস্ত্যক্ত্বা। অসতী অপত্য-

---

সেই নিষ্ঠুরস্বভাবা মেনকা হিমালয়ের কোন সমতল ভূমিতে আমাকে প্রসব করেন এবং তখনই পরের সন্তানের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ॥৭০॥

আমি পূর্ব্ব জন্মে কি গুরুতর পাপই যে করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। যাহার ফলে বান্ধবগণ আমাকে বাল্যকালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আর সম্প্রতি আপনিও পরিত্যাগ করিতেছেন ॥৭১॥

তবে, ইচ্ছা করিয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি নিজের আশ্রমেই চলিয়া যাইব। কিন্তু এই বালকটী আপনারই পুত্র; সুতরাং আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ॥৭২॥

দুষ্মন্ত বলিলেন—শকুন্তলা ! তোমার গর্ভে যে আমার পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। স্ত্রীলোকের কথা মিথ্যাই হইয়া থাকে; সুতরাং তোমার কথা কে বিশ্বাস করিবে ॥৭৩॥

তোমার জননী বেশ্যা মেনকা অত্যন্ত নির্দ্দয়া; কেন না, যে তোমাকে হিমালয়ের উপরে নির্ম্মাল্যের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ॥৭৪॥

স চাপি নিরনুক্রোশঃ ক্ষত্রযোনিঃ পিতা তব।
বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণত্বে লুব্ধঃ কামবশং গতঃ ॥৭৫॥
মেনকাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা মহর্ষীণাং পিতা চ তে।
তয়োরপত্যং কস্মাত্ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে ॥৭৬॥
অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে।
বিশেষতো মৎসকাশে দুষ্টতাপসি! গম্যতাম্ ॥৭৭॥
ক্ব মহর্ষিঃ স চৈবোগ্রঃ সাপ্সরাঃ ক্ব চ মেনকা।
ক্ব চ ত্বমেবং কৃপণা তাপসীবেশধারিণী ॥৭৮॥
অতিকায়শ্চ তে পুত্রো বালোঽতিবলবানয়ম্।
কথমল্পেন কালেন শালস্তম্ভ ইবোদ্গতঃ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

মেনকেতি। নিরনুক্রোশা নির্দ্দয়া, বন্ধকী বেশ্যা। উজ্ঝিতা পরিত্যক্তা ॥৭৪॥
স ইতি। নিরনুক্রোশো নির্দ্দয়স্তেনাপি পরিত্যাগাৎ। লুব্ধো লোভী ॥৭৫॥
মেনকেতি। মহর্ষীণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। পুংশ্চলীব বেশ্যেব ॥৭৬॥
অশ্রদ্ধেয়মিতি। অশ্রদ্ধেয়মবিশ্বাস্যম্, স্বর্গস্থামর্ত্ত্যস্থয়োঃ সঙ্গমাসম্ভবাৎ ॥৭৭॥
ক্বেতি। উগ্রঃ কোপনঃ। অপ্সরাঃ সুবিলাসবেশধারিণী। কৃপণা দীনা। সুবিলাসিন্যা অপ্সরসস্তনয়া ইত্থং দীনা তাপসীবেশধারিণী চ ভবিতুং নার্হতীতি ভাবঃ ॥৭৮॥
অতীতি। অতিকায়ো বৃহচ্ছরীরঃ। উদ্গতো দীর্ঘীভূতঃ ॥৭৯॥

ভারতভাবদীপঃ

স্নেহহীনা ॥৭০—৭৪॥ তব পিতরৌ নীচৌ, উচ্চৌ চেৎ কথং ত্বমেবং ভাষস ইত্যাহ দ্বাভ্যাম্।

আর, ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন, অথ চ ব্রাহ্মণ হইবার জন্য লোভী এবং কামাতুর সেই বিশ্বামিত্রও নির্দ্দয় ॥৭৫॥

মেনকা অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তোমার পিতা বিশ্বামিত্রও মহর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তুমি তাঁহাদের সন্তান হইলে কি করিয়া। তুমি বেশ্যার মত বলিতেছ ॥৭৬॥

তুমি এই অবিশ্বাস্য কথা বলিতে থাকিয়া লজ্জিত হইতেছ না? বিশেষতঃ আমার নিকটে। অতএব দুষ্টতাপসি! তুমি চলিয়া যাও ॥৭৭॥

সেই কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্রই বা কোথায়, এবং সেই অপ্সরা মেনকাই বা কোথায়, আর এইরূপ দীনা ও তাপসীবেশা তুমিই বা কোথায়? ॥৭৮॥

তোমার এই বালক পুত্রটী এত অল্প কালের মধ্যে বিশালশরীর, অত্যন্তবলবান্ এবং শালবৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত দীর্ঘ হইল কি করিয়া? ॥৭৯॥

(৭৮)... স চৈবাগ্রঃ...। (৭৯)...শালস্তম্ভ ইব...শালবৃক্ষ ইব...।

সুনিকৃষ্টা চ তে যোনিঃ পুংশ্চলীব প্রভাষসে।
যদৃচ্ছয়া কামরাগাজ্জাতা মেনকয়া হ্যসি ॥৮০॥
সর্ব্বমেতৎ পরোক্ষং মে যত্ত্বং বদসি তাপসি।।
নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া ॥৮১॥ *

শকুন্তলোবাচ।

রাজন্! সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি ॥৮২॥
মেনকা ত্রিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্।
মমৈবোৎকৃষ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত! তব জন্মতঃ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

স্বিতি। তে তব যোনিঃ কারণীভূতা মেনকা সুনিকৃষ্টা বেশ্যাত্বাৎ; ত্বমপি পুংশ্চলীব বেশ্যেব প্রভাষসে, চাতুর্য্যেণৈব পুমাংসং বশীকর্ত্তুং প্রবৃত্তত্বাৎ। যদৃচ্ছয়া স্বাতন্ত্র্যেণ, কামরাগাদেব মেনকয়া ত্বং জাতাসি। অতস্তব জন্মাপি নিকৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥৮০॥

সর্বমিতি। পরোক্ষমসমক্ষম্, অতএবাবিশ্বাস্যমিতি ভাবঃ। অভিজানামি পরিচিনোমি ॥৮১॥

রাজন্নিতি। অত্র ছিদ্রং দোষঃ। অত্রায়মাশয়ঃ—মম খলু কামরাগপ্রযুক্তজন্মমাত্র এবাকিঞ্চিৎকরো দোষঃ প্রায়েণৈব তদ্দোষদর্শনাৎ, তব তু অপতিতভার্য্যাত্যাগেন পাতিত্যরূপো গুরুতর এব দোষঃ, "পতিতাত্যাগ্যপতিতত্যাগিনশ্চ পতিতাঃ" ইতি গোতমবচনাৎ ॥৮২॥

মেনকেতি। মেনকা বেশ্যাপি ত্রিদশেষ্বেব দেবেষ্বেব গণ্যতে; কিঞ্চ ত্রিদশা দেবাঃ, মেনকাম্ অনু ততো নিকৃষ্টা এবেত্যর্থঃ, প্রভাবনিকর্ষাদিতি ভাবঃ। অত্র হীনার্থে অনুশব্দঃ, অতএব কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বাদ্দ্বিতীয়া। উৎকৃষ্যতে, মানুষতো দেবস্যোৎকর্ষাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৮৩॥

তোমার মাতা বেশ্যা বলিয়া অত্যন্তনিকৃষ্টা, তুমিও বেশ্যার মতই বলিতেছ; তার পর সেই স্বৈরিণী মেনকাও কামান্ধ হইয়াই তোমাকে জন্মাইয়াছিল; সুতরাং তোমার জন্মও অত্যন্তনিকৃষ্ট ॥৮০॥

তার পর, তাপসি! তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, সে সকল আমার স্মরণ হইতেছে না বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য; বিশেষতঃ আমি তোমাকে চিনিও না; সুতরাং তুমি ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাও ॥৮১॥

শকুন্তলা বলিলেন—রাজা! আপনি সর্ষপপ্রমাণ পরচ্ছিদ্রও দেখিতেছেন, কিন্তু নিজের বিল্বপ্রমাণ ছিদ্রগুলি দেখিয়াও দেখিতেছেন না ॥৮২॥

* অতঃ পরং কচিৎ 'দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ' কচিচ্চ 'অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ' কচিদ্বা অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি। (৮৩)···মমৈবোত্তিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত! তব জন্মনঃ···।

ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র ! অন্তরীক্ষে চরাম্যহম্ ।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব ॥৮৪॥
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
ভবনান্যনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ! ॥৮৫॥
সত্যশ্চাপি প্রবাদোঽয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তেঽনঘ ! ।
নিদর্শনার্থং ন দ্বেষাচ্ছ্রুত্বা ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৮৬॥
বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখম্ ।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তমম্ ॥৮৭॥
যদা স্বমুখমাদর্শে বিকৃতং সোঽভিবীক্ষতে ।
তদান্তরং বিজানীতে আত্মানঞ্চেতরং জনম্ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিতাবিতি। আবয়োস্তব মম চ, অন্তরং ভেদম্ ॥৮৪॥

মহেন্দ্রস্যেতি। অনুসংযামি ইচ্ছয়ৈব যাতুমর্হামি, ত্বন্তু নেত্যাশয়ঃ ॥৮৫॥

সত্য ইতি। নিদর্শনার্থং কেবলং তবৈব জ্ঞাপনার্থম্ ॥৮৬॥

বিরূপ ইতি। এবমেব যাবদাত্মানং ন পরীক্ষয়সি, তাবদেব তং নির্দোষং মন্যেথা ইতি ভাবঃ ॥৮৭॥

মেনকা বেশ্যা হইলেও দেবতার মধ্যে গণ্য; এমন কি দেবতারা ত মেনকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব দুষ্মন্ত ! আপনার জন্ম অপেক্ষা আমার জন্ম উৎকৃষ্ট ॥৮৩॥

মহারাজ ! আপনি কেবল ভূতলেই বিচরণ করিতে পারেন, আর আমি সে ভূতল ও আকাশ দুই স্থানেই বিচরণ করিতে পারি। সুতরাং সুমেরু ও সর্ষপের মত আমার ও আপনার ভেদটা দেখুন ॥৮৪॥

তার পর, মহারাজ ! আমি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের বাড়ী যাতায়াত করিতে পারি। অতএব আমার ক্ষমতাটা দেখুন ॥৮৫॥

মহারাজ ! আমি যাহা বলিব, সে কথাগুলি সত্য। সে গুলি আপনাকে জানাইবার জন্যই বলিব, কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ নহে। আপনি তাহা শুনিয়া ক্ষমা করিবেন ॥৮৬॥

কুৎসিত লোক যে পর্য্যন্ত আপনার মুখখানা দর্পণে না দেখে, সেই পর্য্যন্তই সে আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর মনে করে ॥৮৭॥

---

[৮৬]···যৎপ্রবক্ষ্যামি···। [৮৭]···রূপবত্তরম্।

[৮৮]···তদেতরং বিজানাতি সোঽত্মানং নেতরং জনম্।

অতীবরূপসম্পন্নো ন কঞ্চিদবমন্যতে।
অতীব জল্পন্ দুর্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ ॥৮৯॥
মূর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ ॥৯০॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥৯১॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টো ভবতি দুর্জনঃ ॥৯২॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। বিকৃতং কুৎসিতম্। আত্মানম্ ইতরং জনঞ্চ বিজ্ঞায়, অন্তরং দ্বয়োর্ভেদং বিজানীত ইত্যর্থঃ। এবমেবাত্মপরীক্ষণেন ত্বমপ্যাত্মপরয়োর্ভেদং বিজানীয়া ইত্যাশয়ঃ ॥৮৮॥

অতীবেতি। "বষ্টি ভাগুরিরল্লোপম্" ইত্যাদিনা বাক্‌শব্দাৎ টাপি বাচেতি রূপম্, ততশ্চ দুষ্টা বাচা যস্য স দুর্বাচঃ। বিহেঠকঃ পরপীড়কঃ। "হেঠ বিবাধায়াম্" ইতি হেঠতের্ণ্বুল্ ॥৮৯॥

মূর্খ ইতি। শুভাশুভা উৎকৃষ্টনিকৃষ্টাঃ। অশুভং নিকৃষ্টম্। পুরীষং বিষ্ঠাম্ ॥৯০॥

প্রাজ্ঞ ইতি। গুণবদুৎকৃষ্টম্ ॥৯১॥

অন্যানিতি। সাধুঃ সজ্জনঃ, পরিবদন্ নিন্দন্ ॥৯২॥

ভারতভাবদীপঃ

স চেতি ॥৭৫—৮০॥ পরোক্ষমবিশ্বসনীয়ম্ ॥৮১—৮৮॥ বিহেঠকো নিন্দকঃ, পরোপতাপকো

আর, সে যখন দর্পণে আপনার মুখ খানা দেখে, তখন আপনার ও অন্যের বৈষম্য জানিতে পারে ॥৮৮॥

অত্যন্তসুন্দর লোক কাহারও অবজ্ঞা করেন না, আর অধিকভাষী ও কটুভাষী লোক নিন্দা করিয়া পরপীড়ক হইয়া থাকে ॥৮৯॥

অন্য লোক ভাল কথা ও মন্দ কথা দু-ই বলিতে থাকিলে, মূর্খ তাহার মন্দ কথাই গ্রহণ করে; শূকর যেমন (ফুল ফেলিয়া) বিষ্ঠা গ্রহণ করে ॥৯০॥

আর, অন্য লোক ভাল কথা ও মন্দ কথা দু-ই বলিতে লাগিলে, বিজ্ঞ লোক তাহার ভাল কথাই গ্রহণ করেন; যেমন হংস জল হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে ॥৯১॥

সজ্জন যেমন অন্যের নিন্দা করিয়া দুঃখিত হন, দুর্জন তেমন অন্যের নিন্দা করিয়া সুখী হয় ॥৯২॥

[৮৯]...ভবতীহ বিকত্থনঃ, ভবতীহ বিহেতুকঃ।

অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খো ভবতি নির্বৃতঃ ॥৯৩॥
সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্ ॥৯৪॥
অতো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্ন বিদ্যতে।
যত্র দুর্জ্জনমিত্যাহ দুর্জ্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্ ॥৯৫॥
সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥৯৬॥
স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যোঽবমন্যতে।
তস্য দেবাঃ শ্রিয়ং ঘ্নন্তি ন চ লোকানুপাশ্নুতে ॥৯৭॥

ভারতকৌমুদী

অভিবাদ্যেতি। নির্বৃতিং সুখম্, গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি। নির্বৃতঃ সুখী ॥৯৩॥

সুখমিতি। প্রাজ্ঞাঃ খলু পরেষাং দোষং জানন্তোঽপি তদনালোচনাদদোষজ্ঞা ইব সুখং জীবন্তি। মূর্খাস্তু পরেষাং দোষানুদর্শিনঃ সন্ত আকুলীভবন্তি। যত্র জগতি, পরৈরুত্তমৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ, বাচ্যা নিন্দ্যা নিন্দিতাঃ সন্তো দুর্জনাঃ, পরান্ তানুত্তমানপি, তথাবিধান্ নিন্দ্যানেবাহুঃ ॥৯৪॥

অত ইতি। যত্র যৎ, স্বয়ং দুর্জনঃ সন্নপি, সজ্জনমেব দুর্জনমাহেতি ॥৯৫॥

সত্যেতি। সত্যরূপো ধর্ম্মঃ সত্যধর্ম্মস্তস্মাচ্চ্যুতাৎ। অনাস্তিক আস্তিকেতরঃ ॥৯৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যা। হেঠ বিবাধায়াম্ ॥৮৯—৯২॥ নির্বৃতঃ সুখী ॥৯৩॥ যত্র বিষয়ে পরৈঃ সদ্ভির্বাচ্যা নিন্দ্যাঃ সন্তো দুরাত্মানঃ পরান্ সাধূনেব নিন্দ্যানাহুঃ ॥৯৪—৯৫॥ অনাস্তিকঃ আস্তিকাদ্ভিন্নঃ

পণ্ডিতেরা যেমন বৃদ্ধবর্গের অভিবাদন করিয়া সুখী হন, মূর্খেরা তেমন সজ্জনের প্রতি আক্রোশ করিয়া সুখী হয় ॥৯৩॥

প্রাজ্ঞ লোকেরা পরের দোষ জানিয়াও তাহার আলোচনা না করায় তদনভিজ্ঞের ন্যায় থাকিয়া সুখে জীবন যাপন করেন; আর মূর্খেরা পরের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকিয়া আকুল হইয়া জীবন যাপন করে এবং সজ্জনেরা যেখানে দুর্জনদের নিন্দা করেন, সেই খানেই আবার দুর্জনেরাও সজ্জনদিগের নিন্দা করে ॥৯৪॥

জগতে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন হাস্যকর ব্যাপার নাই যে, মানুষ নিজে দুর্জন হইয়া সজ্জনকে দুর্জন বলে ॥৯৫॥

নাস্তিক লোকও, যখন ক্রুদ্ধ সর্পতুল্য সত্যভ্রষ্ট লোকের ভয় করিয়া থাকে; তখন আর আস্তিক লোকের কথা কি বলিব ॥৯৬॥

কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্।
উত্তমং সর্ব্বধর্ম্মাণাং তস্মাৎ পুত্রং ন সন্ত্যজেৎ ॥৯৮॥
স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্।
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুরব্রবীৎ ॥৯৯॥
ধর্ম্মকীর্ত্ত্যাবহা নৃণাং মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধর্ম্মপ্লবাঃ পিতৄন্ ॥১০০॥
স ত্বং নৃপতিশার্দ্দূল! ন পুত্রং ত্যক্তুমর্হসি।
আত্মানং সত্যধর্ম্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে!।
নরেন্দ্রসিংহ! কপটং ন বোঢ়ুং ত্বমিহার্হসি ॥১০১॥

ভারতকৌমুদী

স্বয়মিতি। সদৃশমাত্মতুল্যং গুণবন্তম্। শ্রিয়ং সম্পদম্। লোকান্ স্বর্গান্ ॥৯৭॥

কুলেতি। কুলং বার্দ্ধকে পিতৃদেহো বংশোঽন্বয়শ্চ তয়োঃ প্রতিষ্ঠামাশ্রয়স্থানম্। সর্ব-ধর্ম্মাণাং রক্ষকত্বেনোত্তমম্। "কুলং গোত্রে গণে দেহে" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৯৮॥

স্বেতি। স্বপত্নীপ্রভবান্ অন্যাসু চোৎপন্নানিত্যৌরসত্বেনৈকবিধান্। কৃতান্ পুত্রিকা-পুত্রান্ ॥৯৯॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মকীর্ত্ত্যোরাবহা জনকাঃ। ধর্ম্মপ্লবা জাতা ধর্ম্মভেলীভূতাঃ সন্তঃ ॥১০০॥

স ইতি। সত্যং ধর্ম্মশ্চাপরো ন্যায়েন রাজ্যশাসনাদিস্তৌ। ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥১০১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৯৬॥ ইহ শ্রিয়ং স্বস্তি। লোকানমুত্র ॥৯৭—৯৮॥ স্বপত্নীপ্রভবানন্যাসু চোৎপন্নাংশ্চতুর্বিধা-নেবং পঞ্চ পুত্রান্ প্রচক্ষতে। কৃতান্ উপনয়নাদিনা সংস্কৃতান্ ॥৯৯—১০০॥ আত্মানং

যে ব্যক্তি নিজেই উপযুক্ত পুত্র উৎপাদন করিয়া আবার তাহার প্রতি অবজ্ঞা করে, দেবতারা তাহার সম্পদ নষ্ট করেন এবং সে, স্বর্গলাভ করিতে পারে না ॥৯৭॥

পিতৃলোকেরা বলেন—পুত্রই, বৃদ্ধকালে পিতার দেহরক্ষার, চিরদিন বংশরক্ষার এবং সমস্ত ধর্ম্মরক্ষার প্রধান উপায়; সুতরাং সে পুত্রকে ত্যাগ করিবে না ॥৯৮॥

মনু পাঁচপ্রকার পুত্র বলিয়াছেন—নিজের স্ত্রীর গর্ভে বা অন্যের স্ত্রীর গর্ভে নিজের উৎপাদিত, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং পুত্রিকাপুত্র ॥৯৯॥

পুত্র ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিজনক, মনের আনন্দবর্দ্ধক এবং ধর্ম্মের ভেলা হইয়া নরক হইতে পিতৃলোকের পরিত্রাণকারক ॥১০০॥

মহারাজ! আপনি আত্মা, সত্য এবং অপরাপর ধর্ম্মের রক্ষায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; সুতরাং আপনি পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন না এবং কপটতাও করিতে পারেন না ॥১০১॥

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্ ॥১০২॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥১০৩॥
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্! সমং বা স্যান্নবাসমম্ ॥১০৪॥
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥১০৫॥
রাজন্! সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ।
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্! সত্যং সঙ্গতমস্তু তে ॥১০৬॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি। বরমিতি শ্রেষ্ঠার্থেঽপি ক্লীবত্বমার্ষম্; "দেবাদ্বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবং মনাক্প্রিয়ে" ইত্যমরঃ ॥১০২॥

অশ্বেতি। ধৃতং ধর্ম্মপরীক্ষকৈঃ। বিশিষ্যতে আধিক্যেনাবধার্য্যতে তৈঃ ॥১০৩॥

সর্ব্বেতি। অসমং বেদাধিগমনাদিভ্যঃ সত্যমধিকমিত্যাশয়ঃ ॥১০৪॥

নেতি। পরমুৎকৃষ্টম্। তীব্রতরম্ অধিকদুঃখজনকত্বেন ভয়ঙ্করম্ ॥১০৫॥

রাজন্নিতি। সময় আচারঃ। সময়মাচারম্। সঙ্গতম্ আত্মনি চিরস্থিতম্ ॥১০৬॥

শত কূপ খনন অপেক্ষা একটী দীর্ঘিকাখনন শ্রেষ্ঠ, শত দীর্ঘিকাখনন অপেক্ষা একটী যজ্ঞ করা শ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞ করা অপেক্ষা একটী পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত পুত্র উৎপাদন করা অপেক্ষা একটী সত্য পালন করা শ্রেষ্ঠ ॥১০২॥

তুলাযন্ত্রের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে একটি সত্য তুলিয়া দিয়া পরীক্ষকেরা মাপিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহারা দেখিলেন, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই অধিক হইয়া গিয়াছে ॥১০৩॥

সমস্ত বেদ অধ্যয়ন, সমস্ত তীর্থে স্নান এবং সত্য বাক্য, এই গুলি পরস্পর সমানও হইতে পারে এবং সত্য অধিক হওয়ায় অসমানও হইতে পারে ॥১০৪॥

সত্যের তুল্য ধর্ম্ম নাই এবং সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুও নাই; আবার মিথ্যা হইতে ভয়ঙ্করও এই জগতে কিছু নাই ॥১০৫॥

মহারাজ! সত্যই পর ব্রহ্ম এবং সত্যই পরম সদাচার। সুতরাং আপনি সে সদাচার ত্যাগ করিবেন না; আপনার হৃদয়ে চিরকালই সত্য সংলগ্ন থাক ॥১০৬॥

অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি ন চেৎ স্বয়ম্।
আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্ ॥১০৭॥
ঋতেঽপি ত্বাঞ্চ দুষ্মন্ত! শৈলরাজাবতংসিকাম্।
চতুরন্তামিমামুর্ব্বীং পুত্ত্রো মে পালয়িষ্যতি ॥১০৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা।
অথান্তরীক্ষে দুষ্মন্তং বাগুবাচাশরীরিণী ॥১০৯॥
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্মন্ত্রিভিশ্চ বৃতং তদা।
ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্ত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥১১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অনৃত ইতি। অনৃতে মিথ্যাব্যবহারে, প্রসঙ্গো দৃঢ়াসক্তিঃ। ন শ্রদ্দধাসি মদ্বাক্যং ন বিশ্বসিষি। সঙ্গতং মম সম্মেলনম্, নাস্তি ন সম্ভবতি ॥১০৭॥

ঋত ইতি। ঋতে বিনা। শৈলরাজো হিমালয়ঃ অবতংসঃ শিরোভূষা যস্যাস্তাম্, চত্বারঃ সমুদ্রা অন্তেষু যস্যাস্তাঞ্চ। স্বপ্রভাবাদেব সার্ব্বভৌমো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥১০৮॥

এতাবদিতি। অশরীরিণী শরীরিণা কেনচিদপ্রযুক্তেত্যর্থঃ। ঋত্বিজো বৈদিককর্ম্ম-কর্ত্তারঃ, পুরোহিতাঃ স্মার্ত্তাদিকর্ম্মকর্ত্তারঃ, আচার্য্যা উপধ্যায়াশ্চ তৈঃ। মাতা ভস্ত্রা চর্ম্ম-কোশস্বরূপা, বায়োরিব সন্তানস্যোদরে কেবলধারণাদিতি ভাবঃ, কিন্তু পুত্ত্রঃ পিতুরেব, যেন হেতুনা, স পিতৈব, স পুত্ত্রো জাতঃ। "ভস্ত্রা চর্ম্মপ্রসেবিকা" ইত্যমরঃ ॥১০৯—১১০॥

ভারতভাবদীপঃ

পালয়ন্ পালনহেতোঃ ॥১০১—১০৫॥ সময়ো নিয়মঃ। সঙ্গতং সখ্যম্ ॥১০৬—১০৭॥ অত্র "ঋতেঽপি গর্দ্দভীক্ষীরাৎ পয়ঃ পাস্যতি মে সুতঃ" ইতি কচিৎ পঠ্যতে। তস্যায়ং ভাবঃ—গর্দ্দভীক্ষীরবত্ত্বয়া দত্তমপি রাজ্যং পরিত্যজ্য স্বভুজবলেনৈব মৎপুত্ত্রো রাজ্যং করিষ্যতীতি। ত্বামিতি। চতুরন্তাং চতুঃসমুদ্রান্তাম্ ॥১০৮—১০৯॥ ভস্ত্রা চর্ম্মকোশস্তত্র নিহিতং বীজং যথা তদীয়ং ন ভবতি, এবং মাতাপি ভস্ত্রেব। যেন হেতুনা যো জাতঃ স এব সঃ, কার্য্যস্য

পক্ষান্তরে, আপনি যদি মিথ্যাতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন, হায়! তবে আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি, আপনার মত লোকের সঙ্গে আমার সম্মেলন সম্ভব হইবে না ॥১০৭॥

দুষ্মন্ত! তোমা ব্যতীতও আমার পুত্ত্র, হিমালয়ালঙ্কৃত চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী শাসন করিবে ॥১০৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শকুন্তলা রাজাকে এই সকল কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার পর, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত দুষ্মন্তের

---

[১০৮] ঋতেঽপি ত্বয়ি দুষ্মন্ত!, ত্বামৃতেঽপি হি দুষ্মন্ত! শৈলরাজাবতংসকাম্...।
[১০৯] অথান্তরিক্ষাদ্দুষ্মন্তম্ ।

ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত ! মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ।
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব ! যমক্ষয়াৎ ॥১১১॥
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ।
জায়া জনয়তে পুত্রমাত্মনোঽঙ্গং দ্বিধা কৃতম্ ॥১১২॥
তস্মাদ্ভরস্ব দুষ্মন্ত ! পুত্রং শাকুন্তলং নৃপ ! ।
অভূতিরেষা যত্ত্যক্ত্বা জীবেজ্জীবন্তমাত্মজম্ ॥১১৩॥
শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌষ্মন্তিং ভর পৌরব ! ।
ভর্ত্তব্যোঽয়ং ত্বয়া যস্মাদস্মাকং বচনাদপি ।
তস্মাদ্ভবত্বয়ং নাম্না ভরতো নাম তে সুতঃ ॥১১৪॥

ভারতকৌমুদী

ভরস্বেতি। ভরস্ব পালয়। রেতোধাঃ সন্তানোৎপাদনায় শুক্রনিষেক্তা। যমক্ষয়ান্নরকাৎ, উন্নয়তি পিতরমুদ্ধারয়তি। তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যমার্যম্ ॥১১১॥

ত্বমিতি। অস্য এতৎপুত্রীভূতস্য। ধাতা জনয়িতা। আত্মনঃ পিতুঃ ॥১১২॥

তস্মাদিতি। পিতা জীবন্তমাত্মজং ত্যক্ত্বা যজ্জীবেৎ, এষা তস্য অভূতিরমঙ্গলম্ ॥১১৩॥

ভর্ত্তব্য ইতি। অস্মাকং দেবানাম্, অস্মাদ্বচনাদপি। ভরত ইতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ষট্‌চরণোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কারণানন্যত্বাৎ ॥১১০॥ ভরস্ব ধারয়স্ব, পোষয়স্ব বা। রেতোধাঃ রেতঃসেক্তা যঃ স এব পুত্রঃ পিতুরনন্য এবেত্যর্থঃ। উন্নয়তি উর্দ্ধং নয়তি, যমক্ষয়াৎ নরকাৎ; পিতৃনিতি

প্রতি এই আকাশবাণী হইল—'মাতা ত কেবল ভস্ত্রা (ভাথী, যাঁতা) স্বরূপ; পুত্র পিতারই বটে; যে হেতু পিতাই পুত্র হইয়া জন্মিয়া থাকেন ॥১০৯-১১০॥

দুষ্মন্ত! এই পুত্রটীকে রাখিয়া ভরণ-পোষণ কর, শকুন্তলার প্রতিও অবজ্ঞা করিও না। কারণ, নরনাথ! সন্তানোৎপাদক পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে ॥১১১॥

শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছে, তুমিই এই পুত্রটীর জনক। বিধাতা পিতার শরীর দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্র সৃষ্টি করেন; আর মাতা তাহাকে প্রসব করেন ॥১১২॥

অতএব দুষ্মন্ত! শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রটীকে রাখিয়া ভরণ পোষণ কর। কারণ, পিতা জীবিত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যে জীবন ধারণ করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল ॥১১৩॥

হে পুরুরাজ! এটী তোমার ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে জন্মিয়াছে; সুতরাং এই মহাত্মাকে রাখিয়া ভরণ-পোষণ কর। যখন আমাদের অনুরোধেও

তচ্ছ্রুত্বা পৌরবো রাজা ব্যাহৃতং ত্রিদিবৌকসাম্।
পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ সম্প্রহৃষ্টোঽব্রবীদিদম্ ॥১১৫॥
শৃণ্বন্ত্বেতদ্ভবন্তোঽস্য দেবদূতস্য ভাষিতম্।
অহঞ্চাপ্যেবমেবৈনং জানামি স্বয়মাত্মজম্ ॥১১৬॥
যদ্যহং বচনাদস্যা গৃহ্নীয়ামিমমাত্মজম্।
ভবেদ্ধি শঙ্কা লোকস্য নৈব শুদ্ধো ভবেদয়ম্ ॥১১৭॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তং বিশোধ্য তদা রাজা দেবদূতেন ভারত।।
হৃষ্টঃ প্রমুদিতশ্চাপি প্রতিজগ্রাহ তং সুতম্ ॥১১৮॥
ততস্তস্য তদা রাজা পিতৃকার্য্যাণি সর্বশঃ।
কারয়ামাস মুদিতঃ প্রীতিমানাত্মজস্য হি ॥১১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ত্রিদিবৌকসাং দেবানাম্, ব্যাহৃতং দূতমুখেনোক্তং বাক্যম্ ॥১১৫॥
শৃণ্বন্ত্বিতি। স্বয়মহঞ্চাপি। এনং শকুন্তলাপুত্রম্ ॥১১৬॥
যদীতি। অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ। শুদ্ধো দুষ্মন্তৌরসত্বেন নির্দোষঃ, অন্যস্যাপি সম্ভবাৎ ॥১১৭॥
তমিতি। দেবদূতেন দেবদূতবাক্যেন, বিশোধ্য স্বৌরসত্বজ্ঞাপনেন নির্দ্দোষীকৃত্য॥১১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥১১১॥ ধাতা নিষেক্তা ॥১১২॥ অভূতিরভাগ্যম্ ॥১১৩—১১৬॥ গৃহ্নীয়ামি গৃহ্নীয়াম্।

ইহাকে রাখিয়া তোমার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে, তখন এই পুত্রটী 'ভরত' নামে প্রসিদ্ধ হউক ॥১১৪॥

রাজা দুষ্মন্ত দেবগণের সেই বাক্য শুনিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গকে এই কথা বলিলেন ॥১১৫॥

আপনারা দেবদূতের এই বাক্য শ্রবণ করুন; আমি নিজেও এই বালকটীকে এই রূপেই নিজের পুত্র বলিয়া জানি ॥১১৬॥

কিন্তু আমি যদি কেবল শকুন্তলার কথাতেই এই বালকটীকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করি, তবে লোকের আশঙ্কা হইবে যে, এটী রাজার ঔরস পুত্র না হইতেও পারে ॥১১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! তখন দুষ্মন্ত সেই আকাশবাণীদ্বারা সেই বালকটীকে নিজের ঔরস পুত্র বলিয়া প্রমাণ করাইয়া লইয়া, সহাস্য-মুখে এবং আনন্দিতচিত্তে তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন ॥১১৮॥

---

[১১৫] তচ্ছ্রুত্বা পৌরবো রাজন্! ব্যাহৃতং বৈ দিবৌকসাম্ ..।
[১১৬]...ভবন্তোঽস্ত...।

মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় সস্নেহং পরিষস্বজে।
সভাজ্যমানো বিপ্রৈশ্চ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥১২০॥
স মুদং পরমাং লেভে পুত্রসংস্পর্শজাং নৃপঃ।
তাঞ্চৈব ভার্য্যাং দুষ্মন্তঃ পূজয়ামাস ধর্ম্মতঃ ॥১২১॥
অব্রবীচ্চৈব তাং রাজা সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ।
কৃতো লোকপরোক্ষোঽয়ং সম্বন্ধো বৈ ত্বয়া সহ ॥১২২॥
তস্মাদেতন্ময়া দেবি! ত্বচ্ছুদ্ধ্যর্থং বিচারিতম্।
মন্যতে চৈব লোকস্তে স্ত্রীভাবান্ময়ি সঙ্গতম্ ॥১২৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রীতিমান্ পুত্রং প্রতিপ্রণয়বান্। পিতৃকার্য্যাণি উপনয়নাদীনি ॥১১৯॥

মূর্দ্ধ্নীতি। সভাজ্যমানঃ প্রশস্যমানো রাজা, পরিষস্বজে আলিলিঙ্গ ॥১২০॥

স ইতি। তাং ভার্য্যাং শকুন্তলাঞ্চ, পূজয়ামাস বিশেষাদরেণ সম্মানয়ামাস ॥১২১॥

অব্রবীদিতি। অক্ষাণাং পরঃ পরোক্ষঃ লোকানাং পরোক্ষ ইন্দ্রিয়াবিষয়ঃ, অয়ং সম্বন্ধো গান্ধর্ব্ববিধানেন পতিপত্নীত্বসম্পর্কঃ, ময়া কৃতঃ ॥১২২॥

তস্মাদিতি। ত্বচ্ছুদ্ধ্যর্থং তব নির্দ্দোষত্বপ্রমাণার্থম্। এতৎ বিস্মরণাস্বীকারাদিকম্, বিচারিতম্ বিচার্য্য কৃতম্। স্ত্রীভাবাৎ স্ত্রীণাং স্বাভাবিককামচাঞ্চল্যাৎ, সঙ্গতং সঙ্গমম্ ॥১২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতো লোপাভাব আর্ষঃ ॥১১৭—১১৮॥ পিতৃকর্ম্মাণি পিত্রা কর্ত্তব্যান্যুপনয়নাদীনি ॥১১৯॥

তাহার পর রাজা আনন্দিত ও স্নেহপরায়ণ হইয়া, তখনই সেই পুত্রটীর উপনয়নপ্রভৃতি পিতার কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥১১৯॥

তখন ব্রাহ্মণগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তব করিতে থাকিল; এই অবস্থায় রাজা সস্নেহে পুত্রটীর মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥১২০॥

রাজা তখন পুত্রসংস্পর্শনিবন্ধন পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং ধর্ম্মানুসারে শকুন্তলাকে ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিলেন ॥১২১॥

এবং রাজা অনুনয় সহকারে এই সকল কথা শকুন্তলাকে বলিলেন—'দেবি! আমি লোকের অসমক্ষে তোমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম ॥১২২॥

সেই জন্যই আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমার নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য এই রূপ ব্যবহার করিয়াছি। না হইলে, লোকে মনে করিত যে, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক চপলতাবশতই তোমার সহিত আমার সঙ্গম হইয়াছিল ॥১২৩॥

পুত্রশ্চায়ং বৃতো রাজ্যে ময়া তস্মাদ্বিচারিতম্।
যচ্চ কোপিতয়াত্যর্থং ত্বয়োক্তোঽস্ম্যপ্রিয়ং প্রিয়ে।।
প্রণয়িন্যা বিশালাক্ষি! তৎ ক্ষান্তং তে ময়া শুভে! ॥১২৪॥
তামেবমুক্ত্বা রাজর্ষিদুষ্মন্তো মহিষীং প্রিয়াম্।
বাসোভিরন্নপানৈশ্চ পূজয়ামাস ভারত! ॥১২৫॥
দুষ্মন্তস্তু ততো রাজা পুত্ত্রং শাকুন্তলং তদা।
ভরতং নামতঃ কৃত্বা যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥১২৬॥
ততো বর্ষশতং পূর্ণং রাজ্যং কৃত্বা নরাধিপঃ।
গত্বা বনানি দুষ্মন্তঃ স্বর্গলোকমুপেযিবান্ ॥১২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবে শাকুন্তলং সমাপ্তং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:*:———

ভারতকৌমুদী

পুত্র ইতি। বৃতঃ কর্ত্তব্য ইতি বিচারিতং মনসা বিচার্য্যাবধৃতম্। কোপিতয়া মযৈব বিস্মরণোক্ত্যাদিনা ক্রোধং প্রাপিতয়া। ষট্‌পাদমিদং পদ্যম্ ॥১২৪॥

তামিতি। বাসোভির্মহিষীপরিধানযোগ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ। পূজয়ামাস সম্মানয়ামাস ॥১২৫॥

দুষ্মন্ত ইতি। নামতো নাম্না। অভ্যষেচয়ৎ পুরোহিতাদিভিরভিষেচিতবান্ ॥১২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

সভাজ্যমানঃ পূজ্যমানঃ ॥১২০—১২৭॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

আর আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, এই পুত্রটীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে এবং প্রিয়তমে! বিশালনয়নে! কল্যাণি! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যে সকল অপ্রিয় কথা বলিয়াছ, আমি সে সমস্তই তোমার ক্ষমা করিয়াছি' ॥১২৪॥

রাজর্ষি দুষ্মন্ত প্রিয়তমা মহিষী শকুন্তলাকে এইরূপ বলিয়া, উপযুক্ত বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ॥১২৫॥

তাহার পর, দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্রটীর 'ভরত' নাম করিয়া, তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন ॥১২৬॥

---

১২৭ শ্লোকঃ কুত্রচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্যতে। কতিপয়পুস্তকে তু এতৎপরাধ্যায়গত-কতিপয়শ্লোকা অত্রসন্নিবেশিতা দৃশ্যন্তে। * 'একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ' 'চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ' 'শততমোঽধ্যায়ঃ' ইত্যাদয়ঃ পাঠভেদাঃ।

ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

দুষ্মন্তাদ্ভরতো রাজ্যং যথান্যায়মবাপ সঃ।
তস্য তৎ প্রথিতং চক্রং প্রাবর্ত্তত মহাত্মনঃ ॥১॥
ভাস্বরং দিব্যমজিতং লোকসংনাদনং মহৎ।
স বিজিত্য মহীপালাংশ্চকার বশবর্ত্তিনঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
চচার চ সতাং ধর্ম্মং প্রাপ চানুত্তমং যশঃ।
স রাজা চক্রবর্ত্ত্যাসীৎ সার্বভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। অপত্যপুত্রাংস্তৎপুত্রাংস্তদারণ্যং সমাবিশেৎ॥" ইতি শাস্ত্রাদেব বনগমনমিতি ভাবঃ ॥১২৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি সম্ভবে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

দুষ্মন্তাদিতি। ভাস্বরমুজ্জ্বলম্, দিব্যমলৌকিকম্, অজিতং শত্রুভিরপ্রতিহতম্, লোকে সন্নাদনং বিশালশব্দকরম্, চক্রং রথাঙ্গম্, প্রাবর্ত্তত দিগ্বিজয়ায় প্রবৃত্তমভবৎ ॥১—২॥

চচারেতি। ধর্ম্মং দয়াদিগুণম্। অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। সার্ব্বভৌমঃ সর্ব্বভূমীশ্বরঃ ॥৩॥

তাহার পর রাজা দুষ্মন্ত পূর্ণ এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া বনে যাইয়া স্বর্গ লাভ করেন ॥১২৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরত দুষ্মন্তের নিকট হইতে ন্যায় অনুসারে রাজ্য লাভ করিলেন; তাহার পর তাঁহার রথচক্র দিগ্বিজয়ের জন্য প্রবৃত্ত হইল; সে রথচক্র উজ্জ্বল, অলৌকিক, শত্রুকর্ত্তৃক অপ্রতিহত, ভীষণশব্দকারী, বিশালাকৃতি এবং জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। পরে, তিনি রাজগণকে জয় করিয়া বশবর্ত্তী করিলেন ॥১—২॥

তৎকালে প্রতাপশালী ভরত রাজা দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি সাধুর গুণও লাভ

* ক্বচিদয়ং পাঠো ন দৃশ্যতে। বঙ্গদেশীয়কতিপয়পুস্তকে প্রথমশ্লোকাদারভ্য সার্দ্ধষষ্ঠ-শ্লোকপর্য্যন্তো ভাগঃ কিঞ্চিদ্বিকলভাবেন এতৎপূর্বাধ্যায়শেষে নিবেশিতো দৃশ্যতে।

(১)…প্রথিতং কর্ম্ম…। (৩)…স রাজচক্রবর্ত্ত্যাসীৎ…।